CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 12 February, 2021 ■ আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৯ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা শহরে সন্তানসহ মাকে উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র আই জিএম হাসপাতাল চৌমুহনী থেকে এক শিশুসহ মহিলাকে উদ্ধার করেছে চাইল্ড লাইন ,মহিলা কমিশন এবং পুলিশের যৌথবাহিনী। আইজিএম হাসপাতাল চৌমুহনীতে এক শিশুসহ মহিলাকে উদ্ধার করল চাইল্ড লাইন,মহিলা কমিশন এবং পুলিশ।

সংবাদ সূত্রে জানা যায় চাইল্ড লাইনের কাউন্সিলর সুতপা চৌধুরীর কাছে একটি বার্তা যায় যে আইজিএম হাসপাতাল জমিতে তিন মাস বয়সের একটি শিশুসহ এক মহিলা অবস্থান করছে এবং শিশুটিকে একবার ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে আবার কোলে তুলে নিচ্ছে। মহিলাটি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা অনুমান করেন। সে কারণেই চাইল্ড লাইনকে বিষয়টি ফোন করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার ইয়াকুবনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। প্রায় সাড়ে ২৯ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার করে ধর্মনগর থানায় হস্তান্তর করল ১৬৬ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ইয়াকুবনগর, ভাগ্যপুর বিওপি'র অধীন, বর্তমানে বিএসএফের ১৬৬নং ব্যাটেলিয়ান কর্তব্যরত। তাদের কাছে গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্রে খবর ছিল ইয়াকুবনগরের রাস্তা ধরে কিছু নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার হবে। সূত্রের খবর মতো বিএসএফ তৈরি ছিল। ভোর ছয়টার দিকে তারা দেখতে পায় একটি লোক একটা ব্যাগ নিয়ে ইয়াকুবনগরের রাস্তা ধরে সীমান্তের দিকে যাচ্ছে। সীমান্তে যে জওয়ান কর্তব্যরত অবস্থায় ছিল তাদেরকে খবর দিতেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার উপর সরকার সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারি।। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার উপর সরকার সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই লক্ষ্যে ছোট ছোট শিল্প স্থাপনে রাজ্যের উদ্যোগীদের উৎসাহ দিতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। শিল্পস্থাপনে উদ্যোগীদের দক্ষ করে তুলতে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। আজ শান্তিরবাজারে শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (আইটিআই) উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

তিনি বলেন, রাজ্যে ছোট ছোট শিল্প স্থাপনে উৎসাহিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যেই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। শান্তিরবাজারের শিল্প প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি এই লক্ষ্যেই কাজ করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমগ্র এলাকার উন্নয়নের সাথে সাথে শান্তিরবাজার মহকুমা এলাকার উন্নয়নেও সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই মহকুমার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার বহুমুখী কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। মহকুমার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্পে সাড়ে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সব অংশের মানুষের একতার মধ্য দিয়েই আগামী দিনে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, শান্তিরবাজার মহকুমায় ইএসডিআই প্রকল্পে এই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গড়ে উঠবে। এখানে ৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। এই শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার অপারেটর এবং প্রোগ্রামিং, পোষাক তৈরী, প্লাম্বার, সার্ভেয়ার, আর্কিওস্টাকচারেল ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

দ্বিতল এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭৯৪ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন শান্তিরবাজারে পিডব্লিওডি রোড থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইখোড়ায় অটো দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন সব্জি বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় নিহত এক যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ সকালবেলা বাইখোড়া চড়কবাই মধ্যপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত দে (২৫) বাইখোড়া থেকে সব্জী ক্রয় করার উদ্দ্যেশ্যে টি আর ০৮ ২৬৫৪ নাম্বারের অটো করে শান্তির বাজারের উদ্দ্যেশ্যে আসছিলো।

অটোগাড়ী বেতাগা বাজার সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর সামনে একটি কুকুর আসে বলে জানাযায়। এতেকরে কুকুরের সঙ্গে আঘতপেয় গাড়ীটি উল্টেযায়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী শান্তির বাজার দমকল বাহীনিকে খবরদেয়। ঘটনার খবরপেয়ে দমকলবাহীনির কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে এইদুর্ঘটনায় আহত যুবক প্রশান্ত দে কে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

পরবর্তী সময় প্রশান্ত দে কে হাসপাতালের চিকিৎসক দেখার পর মৃত বলে ঘোষনা করে। ময়নাদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়াহয়। জানাযায় প্রশান্ত দে পেশায় একজন সব্জী ব্যাবসায়ী। আজকে শান্তির বাজরে সাপ্তাহিক বাজারথেকে পাইকারি দরে সব্জী ক্রয়করার জন্য বাইখোড়া থেকে শান্তির বাজার আসছিলো বলে জানাযায়।

এনএলএফটির চার উগ্রপন্থীর আত্মসমর্পণ

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। চার এনএলএফটি উগ্রপন্থী বৈরিতার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে দুজনকে পুলিশ মুখ্য কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। বাকি দুজনকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ দাবি করেছে, উগ্রপন্থীদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার কাজ খুবই সুনিপুণভাবে করা হচ্ছে। তাতে যথেষ্ট সাফল্যও মিলছে।

বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিবৃতিতে ত্রিপুরা পুলিশ জানিয়েছে, চার এনএলএফটি উগ্রপন্থী শেঠি দেববর্মা, রাজীব দেববর্মা, বিশারাম রিয়াং এবং জাওমিনা রিয়াং বাংলাদেশের উগ্রপন্থী ঘাঁটি থেকে পালিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছে। পুলিশের দাবি, গত ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশের রাঙামাটি জেলায় বাগাইছড়ি থানাধীন এনএলএফটি-র গোপন ঘাঁটি থেকে তারা পালিয়ে এসে ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং অসম রাইফেলস-এর আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করে। তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে মোতাবেক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের মধ্যে দুজনকে পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে রাখা হয়েছে। বাকি দুজনকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় জানা গিয়েছে, তারা ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশের এনএলএফটি ঘাঁটিতে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় ওই ঘাঁটিতে থাকার পর তারা বুঝতে পেরেছে স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্ন অত্যন্ত হাস্যকর এবং অবাস্তবও বটে। যার কোনও ভবিষ্যত নেই। পাশাপাশি বর্তমানে এনএলএফটি উগ্রপন্থীরা ভীষণ আর্থিক এবং সাংগঠনিক সংকটে ভুগছে। শুধু তা-ই নয়, উগ্রপন্থী নেতাদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য জুম চাষ ও অন্যান্য কঠিন কাজ করতে গিয়ে তারা তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তারা অবসাদে ভুগছে। তাই তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে, দাবি ত্রিপুরা পুলিশের।

ত্রিপুরা পুলিশ সাফ জানিয়েছে, উগ্রপন্থীমুক্ত রাজ্য গঠনে কোন আপস করা হবে না। তাই, উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান জারি রাখা হয়েছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস, ধর্ষণ প্রতারণার দায়ে দোষী সাব্যস্ত যুবক

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস এবং পরবর্তীতে বিয়ে করতে অস্বীকারের অভিযোগে আদালত ধর্ষণ ও প্রতারণার দায়ে এক যুবককে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আগামীকাল সাজা ঘোষণা করবেন বিচারপতি।

এপিপি অরবিন্দ দেব এই মামলা সম্পর্কে বলেন, ২০১৩ সালের ঘটনায় এখন অভিযোগকারিণী বিচার পেয়েছে। তিনি বলেন, আমতলি থানা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জীব পাল পাড়ার একটি মেয়ের সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ক্রমে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং ওই মেয়ে গর্ববতী হয়ে যায়। অরবিন্দবাবু জানান, গর্ববতী হওয়ার পর সঞ্জীবকে তার প্রেমিকা বিয়ের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু সঞ্জীব ওই মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। তাতে আমতলি থানায় একটি মামলা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ওই মামলা বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছিল।

তিনি বলেন, ২০১৫ সালের ২৬ জুন পুলিশ তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। কিন্তু বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর। অরবিন্দবাবু বলেন, অভিযোগকারিণী এরই মধ্যে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এদিকে আদালতে ১১ জনের সাক্ষী গ্রহণ করে হয়েছে। ওই মামলায় মোট চার জন অভিযুক্ত ছিলেন। প্রমাণের অভাবে তিনজন বেকসুর খালাস হয়ে গেছেন। তিনি জানান, আজ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক ধীমান দেববর্মা অভিযুক্ত সঞ্জীব পালকে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৪১৭ এবং ৫০৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন। আগামীকাল সাজা শুনাবেন।

অরবিন্দবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এ-ধরনের ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত। সন্তানদের আরও শিষ্টাচারের মধ্যে রাখা উচিত অভিভাবকদের। কারণ, ভালোবাসা ভীষণ পবিত্র। কিন্তু তা যেন কোনও রকম নোংরামির পর্যায়ে না পৌঁছে তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ছেলে ও মেয়ে উভয়কেই সেই শিক্ষা দিতে হবে।

কলেজটিলায় যুবকের বিবস্ত্র মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন কলেজ টিলা লেইকের কাছ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহটি বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকা থেকে বৃহস্পতিবার আরো এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।শহর সংলগ্ন কলেজ টিলা লেইকের পাড় থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়। মৃতদেহটি বিবস্ত্র অবস্থায় পড়েছিল।

স্থানীয় লোকরা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে কলেজ টিলা পুলিশ ফাঁড়ি এবং আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশকে খবর দেন।খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করা হলেও তার কোনো পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে ডগ স্কোয়াডকে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু না পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত পুলিশ নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেনা এটি হত্যাকান না অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা।বিশেষ করে বিবস্ত্র অবস্থায় মৃতদেহটি উদ্ধার হওয়ায় জনমনে নানা কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানা যাবে।

জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাসমূহ দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে বহুমুখি কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। বৃহস্পতিবার লেফুঙ্গা ব্লকের উত্তর বোধজংনগরে বিদ্যা দেববর্মা স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এ-কথা বলেন।

তিনি বলেন, সরকার সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ এই নীতিতে বিশ্বাস করে কাজ করে চলেছে। ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাসমূহ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই এলাকাগুলির জন্যে নানাবিধ উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালু করা হল। এলাকার মানুষ এর ফলে দারুণভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন এখানে জরুরিকালীন পরিষেবা ২৪ ঘণ্টা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী নাথ বলেন, ১০ শয্যাবিশিষ্ট এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়ুষ পরিষেবা রয়েছে। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য আগেই বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়েছে। এখন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দাঁত, নাক, কান, গলা ইত্যাদির চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুণগত পরিষেবা প্রদানে বিদ্যৎ নিগম কাজ করছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। পরিষেবার জন্য মানুষকে সরকারের কাছে যেতে হবে না, সরকার গুণগত পরিষেবা নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাবে। এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে সরকার। উন্নত মানের বিদ্যৎ সংযোগ এবং গুণগত পরিষেবা প্রদানে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যৎ নিগম কাজ করছে। আজ কমলপুরে নতুন সাবস্টেশনের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

তিনি জানান, প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে জনজীবনের উন্নতি সাধনে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বিদ্যৎ পৌঁছানোর কাজ ৩১ মার্চের মধ্যে শেষ হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা জানান, সাবস্টেশনের নবনির্মিত ভবন ও ১৩২ কেভি সাবস্টেশন উদ্বোধনের ফলে কমলপুর মহকুমায় বিদ্যৎ পরিষেবার গুণমান বৃদ্ধি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যৎ পরিষেবা নিশ্চিত হবে। তিনি জানান লাইনম্যানদের জীবন বীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব জানান, আজ এই দু'টি কর্মসূচির উদ্বোধনের ফলে কমলপুরের জনগণের দীর্ঘ দিনের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যতের চাহিদা পূরণ হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ প্রথমে কমলপুরের গারদটিলাস্থিত ১৩২ কেভি সাবস্টেশনে ১ অ ১০/১৬ এম ভি ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমারের উদ্বোধন করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমে ডেপুটেশন দেবে নারী সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। শুক্রবার আগরতলা পুরো নিগমের পুরো কমিশনারের কাছে গন ডেপুটেশন দেবে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির পশ্চিম জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা রমা দাস। আগরতলা পুর নিগমের নাগরিকদের সার্বিক সমস্যার প্রতিকার এবং নারী সুরক্ষার দাবিতে শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করবে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি পশ্চিম জেলা কমিটি। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম পশ্চিম জেলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে দেশের আর্থিক অবস্থা ঘুরে দাঁড়াবে, দাবি প্রদেশ বিজেপি নেতৃত্বের

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দেশের সকল অংশের জনগণের কল্যাণে, বিশেষ করে কিষাণ স্বার্থ, জনস্বাস্থ্য, রোজগার, শিক্ষাক্ষেত্র, পরিকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে এবং আর্থিক ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত করে প্রধানমন্ত্রীর 'আত্মনির্ভর ভারত'' গড়ার স্বপ্নকে পূরণ করবে এবারের বাজেট, আশা প্রকাশ করেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সদর (শহর) জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি প্রফেসর (ড়) অলক ভট্টাচার্য। তাঁর মতে করোনা-র প্রকোপে দেশের আর্থিক অবস্থা বেহাল হলেও, এই বাজেটে পরিস্থিতি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াবে।

বৃহস্পতিবার আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অলক ভট্টাচার্য বলেন, সম্প্রতি ২০২১-২২ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সংসদে পেশ করেছেন। বিগত অর্থবর্ষের (২০২০-২১) বাজেটের কিছুদিনের মধ্যেই সারা বিশ্ব জুড়ে করোনা অতিমারির প্রকোপে সাধারণ জনজীবন এক অজানা আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বের সকল উন্নত দেশসমূহ সহ আমাদের দেশেও এর মারাত্মক প্রভাব পড়েছিল। অতর্কিতে এ-ধরনের মারণব্যাধি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার দরুন করোনায় রোগে আক্রান্ত জনগণ একপ্রকার বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।

তিনি বলেন, বিশ্বের সকল উন্নত দেশে এই রোগের কোনও চিকিৎসা সহ রোগ প্রতিরোধক ভ্যাকসিন আবিষ্কার না হওয়ায় নাগরিক জীবনে এক বিভীষিকার অমানিষা নেমে আসে। এই পরিস্থিতি মোকোবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ১৩০ কোটি জনগণের জীবন রক্ষায় এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেন এবং জনগণকে প্রতিনিয়ত মারণব্যাধি করোনা প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের আবেদন করেন। তাঁর বক্তব্য, সমগ্র দেশের জনগণ এই বিপদের দিনে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে একজোট হয়ে সাড়া দিয়ে করোনা প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। তখন দেশের জনগণের প্রাণ রক্ষাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

অলক ভট্টাচার্য বলেন, দেশের গরিব জনগণের রোজগারের সমস্ত রাস্তা বন্ধ হওয়ায় তাঁদের পরিবার পরিজনদের জীবন জীবিকার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী ধাপে ধাপে গরিব কল্যাণে নানান কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই সকল কর্মসূচির মধ্যে গরিব জনগণের ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিনা পয়সায় চাল, ডাল সহ অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য বিতরণ করেন এবং তাদের দৈনন্দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১২৪ ◘ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ◘ ২৯ মাঘ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রতিশ্রুতির খেলাপ

বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বেকার যুবক যুবতীদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহারা ক্ষমতায় আসিলে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু আশায় গুড়ে বালি। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসিয়াছে তিন বছর অতিক্রান্ত প্রায়। বেকারদের কর্মসংস্থান তো দূরের কথা বেকারদের রীতিমতো নিরাশ করিয়াছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। পাবিয়াছড়ায় যুব মোর্চার এক সমাবেশে তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকারদের চাকরি এবং ঋণের মঞ্জুরিপত্র নাও হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে রীতিমতো হতাশ বেকার যুবক যুবতীরা। শুধু ত্রিপুরাতে নয়, গোটা দেশ জুড়িয়া বেকারত্বের হার দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ কর্মসংস্থানেনের সুযোগ কমিতেছে। তাহাতে জটিল সমস্যায় পড়িয়াছে যুব সমাজ।রাজনৈতিকক দল এবং নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতি খেলাপের ঘটনা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া দেশের বেকাররা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইতেছেন।বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।কিন্তু নির্বাচনের বৈতরণী পার হইয়া যাইবার পর তারা সেই সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া যায়।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের কার্যকলাপ প্রতারণার শামিল।বেকার সহ জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা এ ধরনের প্রতারণা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না।এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নির্বাচন উপস্থিত হইলেই নেতা-নেত্রীরা হরেক প্রতিশ্রুতি দিবেন, তাহা প্রায় আলো-বাতাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। শেষ অবধি তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখিবেন না, তাহাও একই রকম স্বাভাবিক। এই অন্যায় আচরণটি মানুষ অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন বুঝিয়াছেন, ইহা কথার কথা। কয়জনইবা জানিতে চাহিয়াছেন, বৎসরে এক কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কী হইল? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একাধিক বার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নেতারা যেমন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং ভাঙেন। মৌখিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোনও ফারাক খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল, কারণ তাহাতে কোথাও কোনও আইনি অঙ্গীকার নাই। আইনি বিচারে মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য সম্ভবত কানাকড়িও হইবে না। কিন্তু, মানুষের মন এই ভাবে বিচার করে না। বহু সাধারণ মানুষই এখনও রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক দল বা তাহার নেতাদের পৃথক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নহেন। ফলে, অনেকেই ভাবিয়া লইতে পারেন জিতিয়া আসিলে সত্যিই কর্মসংস্থান করিবে। অর্থাৎ, যাহা বলিতেছে, মানুষের নিকট তাহা অনেক বেশি সত্যি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে। তাহাতে লাভ বিলক্ষণ। সুতরাং, প্রচারকৌশল হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ, তাহাতে সংশয় নাই।প্রশ্ন হইল, তাহা নৈতিক কি না। ইহার মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার যে অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহা সম্ভবত সমাপতন হেন। নেতাদের মুখের কথার তুলনায় ইশতেহারের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কেহ বলিতেই পারেন, যে জনগণের উপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের ভার ন্যস্ত, তাহা এমন বিবেচনাহীন হইবে কেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমাত্রেই যে ভঙ্গুর, এবং এই ক্ষেত্রে যে দলের ফারাক নাই এই কথাটি মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝিবেন না কেন? নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বাস করিবেন কেন?

প্রশ্নগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, বেকারের পরিসংখ্যান জোগাড় করিবার পদ্ধতির মধ্যে যে সরকারি ভাবটি আছে, তাহা যে হেতু বহু মানুষের মনেই বিভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, অতএব তাহাকে পৃথক করিয়া দেখাই বিধেয়। শুধু মানুষের মন ভুলানো নহে, তাহাদের বিভ্রান্ত করিবার প্রচেষ্টাটিকেও পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা বিধেয়। বিশেষত, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত এবং তীব্র। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমস্যাটি কখনও রাজ্যের পিছু ছাড়ে নাই কোনও সরকারই তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে নাই। এমন একটি সমস্যাকে হাতিয়ার বানাইয়া রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। এই প্রচার আইনের গণ্ডি লঙ্ঘন করে কি না, তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু, ইহা নৈতিকতার লক্ষ্মণরেখা পার করিয়াছে। মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের যে অন্যায়টি সব দলই করে তাহা অন্যায়তর। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রত্যেক সরকারকেই সময় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। শুধুমাত্রর সরকারি চাকরীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ বাহির করিতে হইবে। অন্যতায় বেকার যুবক যুবতীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়া বিপথে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইবেন।

করিমগঞ্জ জেলা কং-এর সংখ্যাবলঘু সেলের চেয়ারম্যান কবির আহমেদের ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজত

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নির্বাচনের মুখে জোর ঝটকা করিমগঞ্জ কংগ্রেসে। জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান কবির আহমেদকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। কংগ্রেসের সংখ্যায়লঘু নেতা কবীরের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা রয়েছে। করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানায় ৫৯/২০২১ নম্বরের এক মামলার ভিত্তিতে গতকাল বুধবার রাতে গুয়াহাটির হাতিগাঁও থানা এলাকার ঘোড়ামারায় শরাইঘাট হাউজিং কমপ্লেক্সের জি-৮ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূলত অবৈধ নেশা কারবারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে কবিরের বিরুদ্ধে পাথারকান্দি থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৮৮, ২২৪, ২২৫, ৩৫৩, ৩২৬, ৩০৭, ৩৩৩ ধারায় ৫৯/২০২১ নম্বরে মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি পাথারকান্দি থানার অধীন বারইগ্রাম ফাঁড়ির পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্যা তাঁকে আটক করেছিল। কিন্তু তিনি নাকি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হয়ে গিয়েছিলেন। এ ঘটনার পর বারইগ্রামেও একটি মামলা রুজু হয় কবির আহমেদের বিরুদ্ধ। সেদিনের ঘটনার পর ফেরার কবিরকে ধরতে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছিল। অবশেষে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল কংগ্রেস নেতা তথা নেশা কারবারে অভিযুক্ত কবির আহমেদকে গ্রেফতার করেছে হাতিগাঁও থানার ওসি ইনস্পেক্টর বীরেন ডেকা নেতৃত্বাধীন পুলিশের দল। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে কবিরকে নিয়ে করিমগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল পাথারকান্দি পুলিশের দল। যথাসময়ে আজ করিমগঞ্জে এসে পৌঁছলে তাকে মেডিক্যাল করানোর পর সোপর্দ করা হয় অতিরিক্ত জেলা জজের আদালতে। আদালত তাকে চোদ্দ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, পাথারকান্দি ছাড়াও করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানায় ৩১২/২০ নম্বরে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর নির্দিষ্ট ধারা, ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২১ (সি) ধারায় ৩৭/২০২০ নম্বরে মামলা রুজু রয়েছে। এই মামলাগুলির ভিত্তিতে বদরপুর পুলিশও কবিরকে খুঁজছিল। এদিকে কবির আহমেদকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে করিমগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পঙ্কজ যাদব জানিয়েছেন, তাঁর বিরুদ্ধে বহু মামলা রয়েছে। সবগুলোর তদন্ত হবে। তাঁর কাছে জানা গেছে, অন্য মামলার ভিত্তিতেও তাঁকে কারাগারেই গ্রেফতার করা হবে। পাথারকান্দি সহ নানা জায়গায় ড্রাগস কারবারের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে। এ সবের তদন্ত চলছে। অন্যদিকে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সংখ্যালেঘু সেলের চেয়ারম্যান পদে তাঁকে দলের প্রদেশ নেতৃত্ব দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে জেলায় কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তবুও একে সঙ্গী করেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন করতে চেয়েছিল জেলা কংগ্রেস। কিন্তু এর আগেই বিপত্তি ঘটে যায়। কবিরের গ্রেফতারি দলের জন্য দুঃসংবাদের বার্তা বয়ে আনতে পারে বলে অনেক প্রবীণ কংগ্রেসি মনে করছেন।

বাজেট ২০২১: দেশের স্পন্দনকে আয়ত্তে আনা

রতন লাল কাটারিয়া

এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে গত সপ্তাহে সংসদে ২০২১-এর বাজেট উপস্থাপিত করা হয়। নতুন জীবানুটি আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এক মারাত্মক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা আমাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, অর্থনীতি, প্রশাসন সামাজিক কাঠামো এবং সর্বোপরি একটি দেশ হিসেবে এ ধরনের সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আমাদের সক্ষমতা কতটা সহনশীল তাও পরীক্ষা করে দেখেছে।

এটা প্রায়শই বলা হয় যে "সংকটজনক পরিস্থিতি হল এক হয় এগিয়ে যাওয়া অথবা যেখানে তুমি রয়েছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকার একটি সুযোগ"। এখানে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকদর্শনের প্রশংসা করতে চাই, যিনি 'কোভিড উত্তর বিশ্ব ব্যবস্থা'-য় দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং ততনাৎ আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে একটি পথ নির্দেশিকাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ২০২১-এর বাজেট এই দিকদর্শনেরই একটি অভিব্যক্তি।

অর্থনীতি সংকুচিত হওয়ার ফলে অর্থনীতিকে 'ভি' আকৃতির আধারে উদ্বার করে টেনে তোলা এবং 'জনগণের জীবনযাত্রা'-কে সুরক্ষিত করার মতো জোড়া সমস্যা তো ছিলই সেজন্য জনকল্যাণ, সম্প্রসারিত আর্থিক ঘাটতি মেটাতে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয়েছে। তবে যেভাবেই হোক, অর্থমন্ত্রী এমন এক দীপ্তিমান বাজেট নিয়ে এসেছেন যা 'আমাদের অর্থনীতির জন্য টিকা' হিসেবে প্রমাণিত হবেই।

সরকার ২০২১-এর বাজেটের মাধ্যমে কৃষকদের মন থেকে ভয় প্রসমিত করেছেন। কৃষির পরিকাঠামো ও উন্নয়ন কর চালু করা, কৃষি ঋণের পরিমাণ ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা, এবং এপিএমসি সমূহের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করার জন্য পরিকাঠামো তহবিল বরাদ্দ করার মাধ্যমে সরকারের কৃষক কল্যাণকামী সদিচ্ছা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এমএসপি'র জন্য কেন্দ্রে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত সামগ্রীর ক্ষেত্রে উতাদন ব্যয়ের ১.৫ গুণ করা হয়েছে এবং এটা প্রধানমন্ত্রী যে সংসদে বলেছিলেন 'এমএসপি ছিল, এমএসপি আছে এবং এমএসপি থাকবে' সেই কথাকে পুনরায় সুনিশ্চিত করেছে।

সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নে খুবই জোর দিয়েছে এবং বিকাশ ও কর্মসংস্থানকে বেগবান করতে পরিকাঠামো খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করার ফলে বহুমুখী ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ২০২১-২২-এর বাজেটে মূলধনী ব্যয় বাবদ তাতর্যপূর্ণভাবেই বরাদ্ধ বৃদ্ধি করে করা হয়েছে ৫.৫৪ লক্ষ কোটি টাকা যা ২০২০-২১-এর বাজেটের চেয়ে ৩৪.৫ বেশি। ২০,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ ডেভেলপমেন্ট ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন স্থাপন, ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন সম্প্রসারণ এবং ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন সৃষ্টি আসন্ন প্রকল্প সমূহের সম্পদ বৃদ্ধিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। মূলধনী ব্যয় বাবদ ১,০৮,০০০ কোটি টাকা সহ মোট ১,১৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের জন্য যা সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ। বিগত কয়েক বছরে অভূতপূর্ব বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে এই ক্ষেত্রে এবং প্রায় ২,২৪,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ সহ তামিলনাড়ু, কেরালা ও আসামে ৩-টি নতুন অর্থনৈতিক প্রবেশদ্বারের ঘোষণার মাধ্যমে এই বিকাশ আরো গতি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এটা খুবই উতাহব্যঞ্জক কথা যে সরকার জাতীয় রেল পরিকল্পনা ২০৩০ প্রস্তুত করেছে যা অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে রেল ব্যবস্থার "ভবিষ্যৎ প্রস্তুতি" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও, ২০২২-এর মধ্যে পশ্চিম ও পূর্বের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ফ্রেইট করিডোরের কাজ সম্পূর্ণ করতে সরকার নতুন আরো কয়েকটি ফ্রেইট করিডোর নির্মাণ করার জন্য প্রস্তাব করেছে। এটা অবাধ ফ্রেইট পরিবহনকে সক্ষম করে তুলবে এবং আমাদের শিল্প ব্যবস্থার পরিবহন ব্যয়কে অনেক গুণ হ্রাস করবে।

ভারতে শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপক বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান নগর কেন্দ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের বর্তমান নগর পরিকাঠামো উন্নয়ন, নতুন সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন। বাজেট ২০২১-এ সরকার ১৮,০০০ কোটি টাকার বরাদ্ধ সহ পিপিপি পদ্ধতিতে সরকারি বাস পরিবহন পরিষেবা বৃদ্ধি করতে নতুন একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। এছাড়াও টায়ার-টু মহানগর এবং টায়ার-ওয়ান মহানগর সমূহের এলাকাগুলিতে মেট্রো রেল এবং আরআরটিএস নেটওয়ার্ক আরো শক্তিশালী করতে প্রস্তাব রাকা হয়েছে।

জল জীবন মিশন (আরবান) পরবর্তী পাঁচ বছরে শহরাঞ্চলের ৪,৩৭৮-টি স্থানীয় প্রশাসন যাতে পাইপলাইনে জল সরবরাহ করতে পারে সেজন্য ২.৮৭ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ সহ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণাটি করা হয়েছে জেজেএম (রুরাল)-এর গৌরবময় সাফল্যের উপর ভর করে, যার মাধ্যমে স্বাধীনতার পর মাত্র এক বছরের ২০১৯ পর্যন্ত ৩.২৩ কোটি গ্রামীণ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমি আমার এর আগের লেখাগুলিতে জেজেএম প্রকল্পটিকে একটি সামাজিক বিপ্লব হিসেবে উল্লেখ করেছিলাম, এই প্রকল্পটির ফলাফপল শুধুমাত্র জনগণকে জল সরবরাহ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা পাইপ ফিটার, প্লাম্বার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, পাম্প ওপারেটর ইত্যাদির মতো নানা ধরণের দক্ষ কর্মীর চাহিদা সৃষ্টি করেছে। এটা গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত জল সরবারহ প্রকল্প বাতস্বাযে.েন পানিসমিতি-গুলিতে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বাজেট বরাদ্দের ১৩৭ু বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন। নতুন একটি প্রকল্প- প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভরস্বাস্থ্য ভারত যোজনা ঘোষিত হয়েছে যার জন্য পরবর্তী ৬ বছরের মেয়াদে ৬৪,১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকার মিশন পোষাণ ২.০ এবং আরবান স্বচ্ছ ভারত মিশন ২.০ ঘোষণা করেছে যা স্বাস্থ্য পরিষেবার উপর তাতর্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলবে।

১০০-টি নতুন সৈনিক বিদ্যালয়, উপজাতি প্রধান এলাকাগুলিতে ৭৫০-টি নতুন একলব্য আদর্শ আবাসিক দিব্যালয় স্থাপন এবং নতুন শিক্ষা নীতি অনুযায়ী বর্তমান ১৫,০০০ বিদ্যালয়ের গুণমান উন্নয়ন তরুণ প্রজন্মের জন্য গুণমানযুক্ত শিক্ষা প্রদানকে উন্নত করবে। পরবর্তী ৫ বছর ধরে তপশিলি জাতি সমূহের জন্য মাধ্যমিক উত্তর মেধাবৃত্তি প্রকল্প-কে নতুন করে পুনর্গঠনের প্রয়াসে যে ৩৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে তা একটি আনন্দদায়ক পদক্ষেপ। এটা ৪ কোটিরও বেশি তপশিলি জাতি ভুক্ত শিক্ষার্থীকে উপকৃত করবে এবং বিদ্যালয়-ছুট বা ড্রপআউটকে রোধ করার মাধ্যমে গড় ভর্তি প্রকিয়ার অনুপাতকে (উচ্চ শিক্ষায়) উন্নত করতে সহায়তা করবে। এই সঙ্গে তপশিলি জাতি সমূহের জন্য কল্যাণমুলক প্রকল্পগুলিতে বিভিন্ন মন্ত্রকের মাধ্য সার্বিক বরাদ্দের পরিমাণ ৮৩,২৫৬ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১,২৬,২৫৯ কোটি টাকা যা প্রায় ৫১ু-র মতো বেড়েছে। এছাড়াও আমাদের প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে যাদের আয়ের উত শুধুই পেনশন ও সুদ তাদের কর দাখিল করা থেকে রেহাই দেওয়ার মাধ্যমে বিশেষ যত্ন গ্রহণ করা হয়েছে। তাই এই বাজেট মোদী সরকারের কর্মসূচি "সবকা সাথ সবকা বিকাশ"-এর প্রতীক।

সব মিলিয়ে এই বাজেট সাদরে গৃহীত হয়েছে এবং বাজারও এর প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

আমাদের অর্থমন্ত্রী আর্থিক বিচক্ষণতার বজ্রআটুনির উপর দিয়ে হেঁটেছেন এবং জনকল্যাণ ও জনঘণের জীবনযাত্রাকে সুরক্ষিত করতে এমন এক বাজেট উপস্থাপনা করেছেন যাতে অর্থনৈতিক বিকাশকে গতি দিতে মূলধনী ব্যয় ও সরকারি খরচের মধ্যে একটি সুচারু ভারসাম্য রাখা হয়েছে। এটাই ছিল সময়ের চাহিদা এবং আগামী দিনগুলিতে আত্মনির্ভর ভারতের জন্য একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করবে। আর এ জন্যেই আমি এই বাজেটকে এমন এক বাজেট বলে অবহিত করছি- যা দেশের স্পন্দনকে আয়ত্তে আনে।

(লেখক কেন্দ্রীয় জন শক্তি এবং সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী)

রতন টাটার মতো মানুষই বাস্তবে ভারতের "রত্ন"

আর কে সিনহা

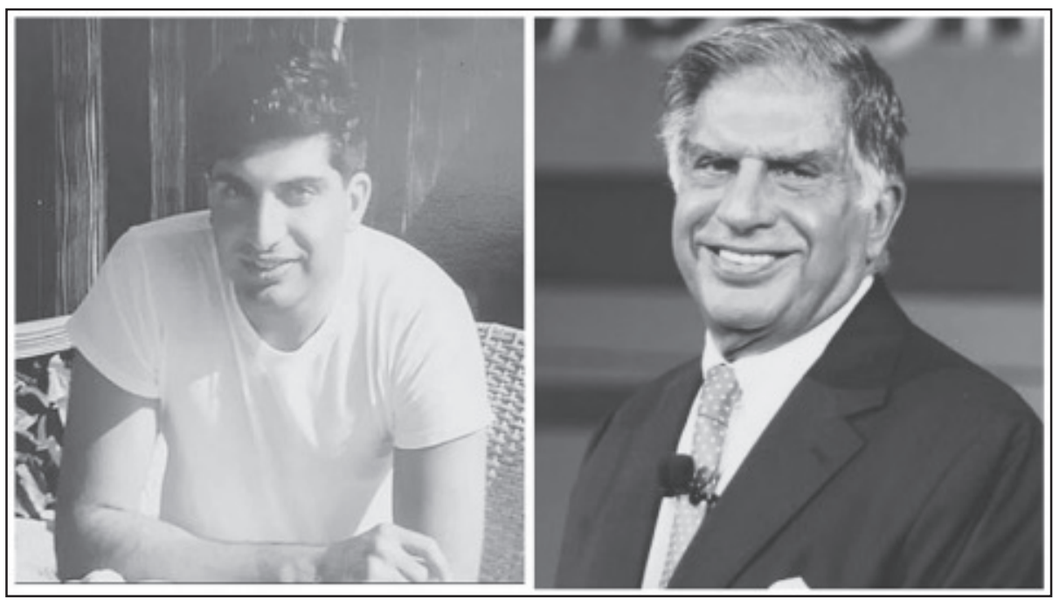

রতন টাটাকে "ভারতরত্ন" দেওয়ার জন্য সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় যে প্রচারের ঝড় উঠেছে তা মোটেও ভুল নয়। কিন্তু এমনিতেই যে দেশের রত্ন, তাঁকে ভারতরত্ন অথবা অন্য কোনও পুরস্কার দেওয়া হোক বা না-হোক তাতে কিছু যায়-আসে না। তিনি এমনিতেই সমগ্র দেশের নায়ক। তাঁকে নায়কদের নায়ক বলাই যেতে পারে। রতন টাটাকে ভারতরত্নে ভূষিত করার যে দাবি উঠেছে, সেই দাবির প্রেক্ষিতে রতন টাটা নিজেই বলেছেন, "অনুরাগীদের অনুভূতিকে আমি সম্মান করি কিন্তু এই ধরনের প্রচার বন্ধ হওয়া উচিত। একজন ভারতীয় হিসেবে এবং ভারতের প্রগতি ও সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।" স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের কথা অসাধারণ ব্যক্তিত্বই বলতে পারেন।

১৯৯৩ সালে টাটা গোষ্ঠীর প্রাণ পুরুষ জে আর ডি টাটার প্রয়াণের পর রতন টাটা নুন থেকে শুরু করে গাড়ি এবং গাড়ি থেকে শুরু করে ট্রাক, আইটি সেক্টর প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধুমাত্র ভারত নয়, সমগ্র বিশ্বে অন্যতম সম্মানিত কর্পোরেট হিসেবে বিবেচিত হন রতন টাটা।

জেআরডি টাটা বিশ্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পরে, তিনি জেআরডিকে তার দলের মতো একটি উচ্চ-শ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল? এই সমস্ত সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত ছিল, কারণ জেআরডি টাটার ব্যক্তিত্ব খুব বড় ছিল। তবে এটি অবশ্যই বলা উচিত যে রতন টাটা নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন। জে আর ডি টাটার প্রয়াণের পর রতন টাটা গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন কি-না তা নিয়ে অনেক আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই সমস্ত আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

এমনিতে তো সমস্ত ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রথম লক্ষ্যই হল লাভার্জন, এতে কোনও ভুল নেই।

তবে, টাটা গোষ্ঠীর লাভার্জন ছাড়াও আরও একটি বিশেষ দিক হল, সামাজিক পরোপকার এবং দেশকে গড়ে তোলা। শুধুমাত্র মুনাফা অর্জন করা টাটা গোষ্ঠীর লক্ষ্য নয়। রতন টাটা তো এখন টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যানও নন। তিনি চেয়ারম্যানের পদ টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)-এর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরনের হাতে তুলে দিয়েছেন। প্রতিভা খুঁজে নেওয়ার অদ্ভুত শক্তি রয়েছে তাঁর। টাটা গোষ্ঠী সঠিক জায়গায় সঠিক পেশাদারদের নিয়োগ দেয়। এর ফলে অভূতপূর্ব ফলাফলও মেলে। এন চন্দ্রশেখরণকে দায়িত্ব দেওয়ার সময় রতন টাটা উপলব্ধি করেছেন, টিসিএস-কে ক্রমশই শিখরে নিয়ে গিয়েছেন তিনি। এজন্যই এন চন্দ্রশেখরণকে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান করা হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বই এমনটা করতে পারেন। বর্তমানে যদি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে ভারতকে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বিচার করা হয়, সেক্ষেত্রে রতন টাটার যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

রতন টাটা কারও কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, সকলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।

আপনি এটা বলতেই পারেন, জে আর ডি টাটার মতো রতন টাটার উপরও ঐশ্বরিক আশীর্বাদ ছিল, ফলস্বরূপ একাধিক বাছাই করা পরিচালককে পেয়েছিলেন। টাটা গ্রুপের এন চন্দ্রশেখরণ (টিসিএস), অজিত কেরকার (তাজ হোটেল), ননী পালকিওয়ালা (এসিসি সিমেন্ট), রুশি মোদী (টাটা স্টিল) সকলেই এক-একজন বড় ব্র্যান্ড। রতন টাটার যদি দূরদৃষ্টি না থাকত এবং তাঁর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিশ্বাস না করতেন, তাহলে দুর্দান্ত সাফল্য পাওয়া মুশকিল ছিল।

অনবদ্য ব্যক্তিত্বের জন্যই রতন টাটাকে সমগ্র দেশ শ্রদ্ধা করে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গত বছরের জানুয়ারিতে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠানে ইনফোসিস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এম নারায়ণমূর্তি পা স্পর্শ করে রতন টাটার আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। রতন টাটা এবং নারায়ণ মুর্তির মধ্যে ৯ বছরের ব্যবধান রয়েছে। রতন টাটার চেয়ে ৯ বছর ছোট মূর্তি, তবে নারায়ণ মুর্তিও বিশ্বাস করেন, রতান টাটা কৃতিত্বের দিক থেকে তাঁর চেয়ে অনেক এগিয়ে। এটা জেনে নিন বিল গেটস অথবা রতন টাটার মতো ব্যক্তিত্ব রোজ রোজ আসে না। ভবিষ্যত প্রজন্ম তাঁদের দেখে অনুপ্রেরণা নেয়।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বড়দোয়ালীতে দুঃস্থদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় বিজেপির উদ্যোগে। ছবি- নিজস্ব।

স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানির বাধা কাটছে

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ১১।। সীমান্ত দিয়ে চালের ট্রাক প্রবেশে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া এবং চাল আমদানিতে অন্যান্য যেসব অসুবিধা আছে তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ ফেব্রুয়ারি) খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির ভার্চুয়াল সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, কৃষিমন্ত্রী ড় মো. আব্দুর রাজ্জাক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের মহাপরিচালক অনলাইন জুম অ্যাপের মাধ্যমে সংযুক্ত ছিলেন। খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সভাপতিত্বে এবং খাদ্য সচিব মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুমের সঞ্চালনায় সভায় জানানো হয়, ভোমরা, হিলি, বুড়িমারী, বাংলাবান্ধা, শেওলা, সোনামসজিদসহ যেসব স্থলবন্দর দিয়ে চাল দেশে প্রবেশ করছে সে সব বন্দরে শত শত চালের ট্রাক অপেমাণ। অপেমাণ এসব চালের ট্রাক যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশ করতে পারে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের অনুরোধ করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে আতপ চালের প্রচুর চাহিদা রয়েছে জানিয়ে খাদ্যমন্ত্রী জানান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে বেসরকারি পর্যায়ে আতপ চাল আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে নন-বাসমতি মোটা আতপ চাল আমদানির অনুমতি প্রদান করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। এছাড়া ১৩টি জেলার (খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, যশোর, জয়পুরহাট, সাতীরা, সিলেট, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, চট্টগ্রাম ও ঢাকা) জেলা প্রশাসক ও আমদানিকারকদের নিয়ে মিটিং করেছি। এলসি খোলার সর্বশেষ সময়সীমা ১৫ ফেব্রুয়ারির পর আর কেউ এলসি খুলতে পারবে না বলেও ওই সভায় আমদানিকারকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন,তাদের (আমদানিকারক) অনুরোধ করা হয়েছে, যারা ১৫ তারিখের মধ্যে এলসি খুলতে পারবেন না তারা বরাদ্দ প্রত্যাহার করুন। যারা এর মধ্যে এলসি খুলতে পারবে না, তাদের বরাদ্দ বাতিল করে আমরা নতুন করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আমদানির অনুমতি দেব।

এসময় অর্থমন্ত্রী নন-বাসমতি মোটা আতপ চাল আমদানির অনুমতিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে একত্রে প্রস্তাব পাঠাতে বলেন।এছাড়া বর্তমান চালের মজুত পরিস্থিতি, অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে সংগ্রহের প্রবণতা, চালের আমদানির পরিমাণ, চালের বাজারমূল্য, ওএমএস খাতে বরাদ্দ বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ভারতে টিকাকরণ ৭০-লক্ষের বেশি ১০৮ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৫,৩৬০

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিগত কয়েকদিন ধরে ভারতে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা ১০০-র নীচেই ছিল, কিন্তু বুধবার সারাদিনে ভারতে করোনা-আক্রান্ত মোট ১০৮ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যাও অবশ্য নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। বুধবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২ হাজার ৯২৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১০৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ হাজারেরও বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৫,৭৩,৩৭২ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১২,৯২৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ০৮ লক্ষ ৭১ হাজার ২৯৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৭৬৪ জন। ১০৮ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৫,৩৬০ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৫,৭৩,৩৭২ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৬২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ১,০৫১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৭০ লক্ষ ১৭ হাজার ১১৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ০৫ হাজার ৩৪৯ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

দীনদয়ালজির চিন্তাধারা দেশসেবায় সর্বদা উৎসাহিত করে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ-দিবস ''সমর্পণ দিবস'' হিসেবে পালন করে বিজেপি। সমর্পন দিবসে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দীনদয়াল উপাধ্যায়কে নমন করে বৃহস্পতিবার টুইটে অমিত শাহ লিখেছেন, 'দীনদয়াল উপাধ্যায়ের নীতি, দর্শন এবং চিন্তাভাবনা প্রতিটি দেশবাসীকে দেশসেবায় অনুপ্রেরণা যোগায় ও উৎসাহিত করে।'

এদিন সকালে নিজস্ব টুইটার হ্যান্ডেলে অমিত শাহ লিখেছেন, 'সমাজের অন্তিম পর্যায়ে থাকা মানুষজনকে মূলস্রোতে আনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আমাদের প্রেরনাস্রোত দীনদয়ালজি, বলিদান দিবসে তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম।' অমিত শাহ জানান, 'যখন স্বাধীন ভারতকে নবনির্মাণের জন্য বিদেশী মডেল গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, তখন পন্ডিতজিই ছিলেন যিনি ভারতের রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতির উপর জোর দিয়ে একাত্ম মানবতাবাদ ও অন্ত্যোদয়ের নীতির দ্বারা ভারতকে বিশ্বগুরুতে উন্নীত করার ভীত স্থাপন করেছিলেন।'

ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে বাণিজ্যকেন্দ্রটি ফের চালু করতে কেন্দ্রকে আর্জি মিজোরামের সাংসদ ভানালভেনার

আইজল, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মিজোরামে ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে বাণিজ্য কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ কে ভানালভেনা। তাঁর মতে, অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে এবং সীমান্ত বাণিজ্যকে আগের মতো স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু করা প্রয়োজন।

মিজোরাম রাজ্যসভার সদস্য কে ভানালভেনা বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ভারত-মায়ানমার সীমান্তে চম্পাই জেলার জোখাওয়াতর শহরতলিতে সীমান্ত বাণিজ্য কেন্দ্র পুনরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছি। সংসদের বাজেট অধিবেশনের শূন্যকালে তিনি বলেছেন, কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার কারণে গত বছরের এপ্রিল থেকে জোখাওয়াতারের ইন্দো-মায়ানমার সীমান্ত বাণিজ্য কেন্দ্র বন্ধ রয়েছে। তাতে সুবিধাবাদী এক শ্রেণি মিজোরাম সরকারকে আড়াল করে এবং কোনও কর না দিয়ে অস্থায়ী রুটের মাধ্যমে সাতটি স্থানে অবৈধ পণ্য পাচার করছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, ভবিষ্যতে এই রুটগুলি আরও চোরাচালানের কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা হবে। এ-ক্ষেত্রে অবৈধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত বাণিজ্যকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে জোখাওয়াতারের সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালু করার জন্য কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছি, বিবৃতিতে বলেন তিনি।

জম্মু-কাশ্মীরে আবহাওয়ার উন্নতি, শ্রীনগরে জাঁকিয়ে শীত উধাও

জম্মু ও শ্রীনগর, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরে ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে আবহাওয়ার, আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে লাদাখেও। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উর্দমুখী, আগামী ১০ দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। শ্রীনগরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পহেলগামে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাশ্মীর উপত্যকা থেকে দিনের বেলায় জাঁকিয়ে শীতের আমেজ প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে। লাদাখে এখনও ঠাণ্ডার প্রকোপ রয়েছে, লেহ শহরে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০.৪ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ১৩.৪ ডিগ্রি এবং দ্রাসে মাইনাস ১৮.৫ ডিগ্রি। জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আরও দামি জ্বালানি তেল, মূল্যবৃদ্ধিতে রেকর্ড গড়ছে পেট্রোল-ডিজেল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই মূল্যবৃদ্ধিতে রেকর্ড গড়ে চলেছে জ্বালানি তেল। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ফের দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেল। কলকাতায় পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.২৪ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি ০.৩০ পয়সা। দাম বাড়ার পর কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৮৯.১৬ টাকা। ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৮১.৬১ টাকা। কলকাতার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে দিল্লি, মুম্বই এবং চেন্নাইতেও। দিল্লিতে ০.২৫ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম এখন ৮৭.৮৫ টাকা প্রতি লিটার এবং ০.৩০ পয়সা বাড়ার পর ডিজেলের দাম এখন ৭৮.০৩ টাকাঊ পাশাপাশি মুম্বইয়ে ০.২৪ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম এবং ০.৩১ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামঊ মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দাম, যথাক্রমে ৯৪.৩৬ টাকা প্রতি লিটার (পেট্রোল) এবং ৮৪.৯৪ টাকা প্রতি লিটার (ডিজেল)ঊ চেন্নাইয়ে ০.২২ পয়সা বৃদ্ধির পর পেট্রোলের দাম এখন ৯০.১৮ টাকা এবং ০.২৮ পয়সা বৃদ্ধির পর ডিজেলের এখন ৮৩.১৮। গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার রীতিমতো দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন সাধারণ মানুষ। দাম কমার কোনও লক্ষণ দেখাই যাচ্ছে না।

এলএসি-তে শান্তি বজায় রাখতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) শান্তি বজায় রাখতে ভারত সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই ভারত সর্বদা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। পূর্ব লাদাখে ''বর্তমান পরিস্থিতি'' নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বিবৃতি দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে বহু ফ্রাকশন এলাকা তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা এবং পার্শবর্তী অঞ্চলে (চিনা ভূখণ্ড) প্রচুর বাহিনী এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত করেছিল চিন। পাল্টা আমাদের বাহিনীও পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন করেছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় শান্তি বজায় রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত সর্বদা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমরা প্যাংগং লেকের উত্তর-দক্ষিণ তীর নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি, এলএসি-তে মোতায়েনের কিছু বিষয় এখনও অমীমাংসিত, শীঘ্রই এই বিষয়টির সমাধান হবে বলে সহমত উভয়পক্ষ। বিগত বছর থেকে, সামরিক ও কূটনৈতিক পর্যায়ে চিনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছি আমরা। আলোচনার সময় চিনকে বলা হয়েছে, আমরা তিনটি নীতির ভিত্তিতে ইস্যুর সমাধান চাইছি। প্রথমত-উভয়পক্ষকে এলএসি নিয়ে একমত হতে হবে এবং সম্মান জানাতে হবে। দ্বিতীয়ত-কোনও পক্ষই একতরফাভাবে স্থিতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না। তৃতীয়ত-সমস্ত সমঝোতা উভয় পক্ষই সম্পূর্ণরূপে সম্মত হওয়া উচিত। রাজ্যসভায় রাজনাথ সিং বলেছেন, প্যাংগং লেকের উত্তর তীরে ফিঙ্গার ৮-এর পূর্বে নিজেদের সেনা রাখবে চিন এবং ভারত ফিঙ্গার ৩-এর কাছে নিজেদের স্থায়ী বেসে সেনা রাখবে।

অবশেষে মুক্তি পেলেন সৌদি আরবের মহিলা সমাজকর্মী হাথলাউল

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অবশেষে মুক্তি পেলেন সৌদি আরবের বিখ্যাত সমাজকর্মী ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম মুখ লুইজেন অল হাথলাউল। তাঁর মুক্তির সংবাদকে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন । ২০১৮ সালের মে মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৩১ বছরের সৌদি আরবের বিখ্যাত সমাজকর্মী ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী লুইজেন অল হাথলাউল। প্রায় আড়াই বছরেরও বেশি সময় জেল বন্দি ছিলেন। অভিযোগ উঠেছিল, জেলে ভয়াবহ যৌন অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাঁকে। কেবল তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন মহিলা সমাজকর্মীকেও জেলবন্দি হতে হয়েছিল। বিশ্বজুড়ে লুইজেনের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল বহু সংগঠন। অবশেষে মুক্তি পেলেন তিনি। তাঁর মুক্তির সংবাদকে স্বাগত জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বাইডেন জানিয়েছেন, ''এটা হওয়া দরকার ছিল।'' সেই সঙ্গে তাঁকে কারাবন্দি করার সিদ্ধান্তকে একহাত নিয়েছে আমেরিকা। মার্কিন বিদেশ দফতরের তরফে সৌদি প্রশাসনের তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে, নারী অধিকার ও মানবাধিকার নিয়ে কেউ সোচ্চার হলে সেই কারণে তাঁকে জেলবন্দি করা ঘোরতর অন্যায়।

বেহালায় রাস্তার ধারে গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)। বৃহস্পতিবার সাতসকালে রাস্তার ধারে এক গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় বেহালায়। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে শুরু হয়েছে পুলিশি তদন্ত। মরদেহ বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। জয়শ্রী পার্ক এলাকার পদ্মপুকুরের কাছে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। চোখে-মুখে রক্তের চিহ্ন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে বেহালা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত মহিলা নীলাক্ষি ভট্টাচার্য বেহালার আনন্দপল্লির বাসিন্দা। তাঁর বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ বছর। বুধবার সন্ধের দিকে তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল বলে প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই মহিলার নেশার অভ্যাস ছিল। তার টানেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন মাঝেমধ্যে। বুধবার সন্ধের পর আর বাড়ি ফেরেননি নীলাক্ষিদেবী। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে জয়শ্রী পার্কের ধারে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মহিলাকে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। কারণ, তাঁর মাথার পিছনে এবং বাঁ-দিকের চোখে কাছে আঘাত রয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর পুলিশের অনুমান, খুন হয়েছেন নীলাক্ষিদেবী। তবে অন্যান্য সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি নিজেও কোনওভাবে পিছন দিকে পড়ে যেতে পারেন। তাতেও তাঁর মাথায় আঘাত লাগতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা যায় না।

সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করলেই কড়া ব্যবস্থা : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যসভায় জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েই কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক বড় অবদান ও ভূমিকা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু, সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজ্যসভায় বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, 'আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে অনেক মান্য করি। সোশ্যাল মিডিয়া সাধারণ মানুষকে ক্ষমতায়িত করেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রোগ্রামে সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক বড় অবদান রয়েছে। যাইহোক, যদি ভুয়ো খবর ছড়ানোর জন্য, হিংসায় উস্কানি দেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার করা হয়, তাহলে ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে।'

রাজ্যসভায় একাধিক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, "ভারতে ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা লাভ করছে টুইটার। তবে সংস্থাকে ভারতের সংবিধান মেনে চলতেই হবে।'' আমেরিকায় ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে তাণ্ডবের ঘটনার সঙ্গে দিল্লির লালকেল্লায় ঘটে যাওয়া ঘটনার তুলনাও টানেন রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেন, "যখন আমেরিকায় ক্যাপিটল হিলে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, তার তদন্তে পুলিশের পাশে দাঁড়িয়েছিল টুইটার। কিন্তু যখন লালকেল্লার ঘটনা ঘটল, তখন সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা শুরু হয়েছিল। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।"

বিদায় আসন্ন শীতের, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে একধাক্কায় বাড়ল তাপমাত্রা

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এ বছরের মতো বিদায় জানাচ্ছে শীতের মরশুম। সপ্তাহের মধ্যভাগে রাজ্যে তাপমাত্রা বাড়ল অনেকটা। পারদ চড়ল বিভিন্ন জেলারও।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই একধাক্কায় তাপমাত্রা বাড়ল অন্তত ২ ডিগ্রি। ঝকঝকে রোদের বদলে আকাশ আংশিক মেঘলা, তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গে ঠান্ডার অনুভূতি কয়েকদিন স্থায়ী হলেও কলকাতাকে কার্যত বিদায় জানাচ্ছে শীত। আগামী কয়েকদিনে ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যেতে পারে তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৯৯ শতাংশ।

চলতি সপ্তাহের প্রথম দিন থেকে শীত একটু কামড় বসিয়েছিল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার সকাল থেকে কাঁপন ধরানো হাওয়া বইছিল। তাতে অনুভূত হচ্ছিল ঠান্ডা। সোয়েটার, টুপিতে নিজেদের মুড়েছিলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ বাড়লেও শীত যে খুব একটা কমেছে, তা নয়। পরবর্তী দুটো দিনও প্রায় একইরকম আবহাওয়া ছিল।

বৃহস্পতিবার ১৫ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে কলকাতার তাপমাত্রা। আগামী কয়েক দিনে আর ও বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। কার্যত শীতের বিদায় দিনের কলকাতায়। জেলায় শীত শীত ভাব আর ও কয়েকদিন। মেঘলা আকাশ হলে ও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নবান্ন অভিযানে বাম সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ধ্বস্তাধ্বস্তি

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার পুলিশ-প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই নবান্ন অভিযান করতে অনড় বামপন্থী যুব ও ছাত্রেরা।

মূল অভিযান শুরুর আগেই এসএফআইয়ের একদল কর্মী-সমর্থক বিক্ষোভ দেখাতে নবান্নের কাছে চলে যায়। 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিলিজ অর্ডার' দেওয়ার দাবিতে শ্লোগান দিতে শুরু করে। পুলিশের সঙ্গে তাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। এসএফআই নেতা শুভজিৎ সরকার জানান, বিধায়ক তথা এসএফআই রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ইব্রাহিম আড়ি-সহ বেশ কয়েকজনকে ঘটনাস্থলে আটক করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান ও শিল্পের দাবিতে এবং রাজ্যে সরকার বদলের ডাক দিয়ে আজ নবান্ন অভিযানের কর্মসূচি নিয়েছে ১০টি বামপন্থী যুব ও ছাত্র সংগঠন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার দাবিও রয়েছে তাদের। নবান্ন অভিযানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বামফ্রন্টের বাইরে সহযোগী কিছু দল এবং কংগ্রেসের গণসংগঠনকেও।

কোন পথ ধরে মিছিল হতে পারে, তা নিয়ে বুধবার রাত পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে বাম যুব নেতৃত্বের দফায় দফায় আলোচনাতেও কোনও সূত্র বেরোয়নি। বাম নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন, পুলিশ বাধা দিলে যে কোনও পরিস্থিতিই তৈরি হতে পারে। পুলিশ-প্রশাসন কোথায় কী ভাবে মিছিলের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করবে, তার উপরেই পরিস্থিতি নির্ভর করবে বলে উদ্যোক্তাদের বক্তব্য। নবান্ন যাওয়ার পথে বাধা পেলে তাঁরা অবরোধে বসে পড়তে পারেন বলেও বাম যুব ও ছাত্র নেতৃত্ব জানিয়ে রেখেছেন। ফলে, সংঘাতের আবহেই বৃহস্পতিবার নবান্ন অভিযানে যাচ্ছেন বাম যুব ও ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকেরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভারতে ২০.৪০-কোটির উর্দ্ধে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৯৭.২৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ৭ লক্ষ মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২০.৪০-কোটির উর্দ্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১০ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৬,৯৯,১৮৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২০,৪০,২৩,৮৪০-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে করোনা-পরিস্থিতি এখন আগের তুলনায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। বুধবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৭৬৪ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.২৬ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৫,৩৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১০৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৫,৭৩,৩৭২ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৪২,৫৬২ জন করোনা-রোগী (১.৩১ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ১,০৫১।

তৃণমূল সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে প্রতিজ্ঞা নেওয়ার আর্জি অমিত শাহর

কোচবিহার, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূল সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সবাইকে প্রতিজ্ঞা নেওয়ার আর্জি জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার ভোটের মুখে ফের বাংলা সফরে কোচবিহারে এসে তিনি জনসভায় আবেদন করলেন আপনারা শপথ নিন, এবার পরিবর্তন আনতেই হবে।

এই সভার আগেই কোচবিহার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহ বিরোধী ব্যানার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সভায় গ্রেটার কোচবিহার পিপল্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতা অনন্ত রায়ের প্রচুর অনুগামী সমর্থক ভিড় জমান সভাস্থলে।

দুপুর সওয়া বারোটা নাগাদ কোচবিহার বিমানবন্দরে পৌঁছন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর পর প্রথমে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন অমিত শাহ। তার পর রাসমেলা ময়দানের কাছেই পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে সেখান থেকে যোগ দেন রাজনৈতিক জনসভায়। জনসভা শেষে রথযাত্রার সূচনা করেন তিনি। অমিতবাবু বলেন, কোচ-রাজবংশী, গোর্খা ভাইদের কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি। সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করুন, চলো পাল্টাই। তণমূল সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিন। পাঁচ বছরে আমরা বাংলাকে সোনার বাংলা বানিয়ে দেব।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মদনমোহন মন্দির ও কামতেশ্বরী মন্দির এবং পঞ্চানন বর্মার জন্মস্থল ঘিরে একটা টুরিস্ট সার্কিট গড়ে তোলা হবে। সারা ভারত থেকে পর্যটকরা আসবেন এখানে। মোদী সরকার 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' এই মন্ত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। সব সমাজ, সব ধর্মের প্রতি সম্মান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

অমিতবাবু বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী পশ্চিমবঙ্গে এসে সম্প্রতি একটা বড় ঘোষণা করেছেন। কৃষকদের পিএম কিসান সম্মান নিধি প্রকল্পের বকেয়া টাকাও দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে। আগেই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা চিন্তা করবেন না। বিজেপি ক্ষমতায় এসে প্রথম মন্ত্রিসভাতেই ওই বকেয়া টাকা এবং কিসান সম্মান নিধির টাকা দেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মাটির পরিবর্তে প্লাস্টিকের ট্রে-তে তৈরি হচ্ছে ধানের চারা

উত্তরবঙ্গ পথ দেখিয়েছিল। এবার পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও ধানের চারা তৈরির কারখানা গড়ল কৃষি দপ্তর। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন ব্লকে কারখানাগুলি তৈরি করা হয়েছে। প্লাস্টিক বা পলিথিনের ট্রে-তে বিশেষ পদ্ধতিতে এই চারা তৈরি করা হচ্ছে। যা যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে রোপণ করা হয়। এর ফলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রোজগারের দিশা পাচ্ছেন। পাশাপাশি, কৃষকদের চাষের খরচও অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ট্রে-তে এইভাবে চারা তৈরিতে জলের প্রয়োজন হয় খুব কম। বর্তমানে জল সংকটের সময় কম জলে চারা তৈরি বা জলের অপচয় রুখতে এই পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই।

'আত্মা' প্রকল্পে জেলার প্রতিটি ব্লকে ধানের চারা কারখানা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রজেক্ট জানান, বিভিন্ন ব্লকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। প্রতি ব্লকেই অন্তত ২০টি করে প্রদর্শন ক্ষেত্র গড়ার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন ব্লকের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বাছাই করে নরেন্দ্রপুরে নিয়ে গিয়ে প্রশিণ দেওয়া হয়। ট্রে-তে ধানের চারা তৈরিতে পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গের সতীশ সাতমাইল ক্লাবকে। নরেন্দ্রপুরে সেখান থেকে লোকজন এসে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আবদুস সামাদ বলেন, 'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে ধানের চারা তৈরির কারখানা তৈরি জেলায় প্রথম করা হয়েছে। এই কারখানার সঙ্গে ফার্ম মেকানাইজেশন বা ভরতুকি যন্ত্র কিনে চাষাবাদের প্রকল্পকেও সংযুক্ত করা হয়েছে।'

আত্মা প্রকল্পের জেলার প্রজেক্ট ডিরেক্টর জানান, ট্রে-তে ধানের চারা তৈরি করে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রোজগারের দিশা পাচ্ছেন। তাদের তৈরি চারা কৃষকরা সরাসরি কিনে নিতে পারবেন। তাতে কৃষকরা অনেকটাই লাভবান হবেন। বীজতলা তৈরি করে ধানের চারা তৈরি করতে যা খরচ হবে ট্রে-তে তৈরি চারা কিনলে খরচ অর্ধেকেরও কম হবে। আবার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও বাড়তি রোজগার করতে পারবেন। এই চারা রোপণে কৃষি যন্ত্রের (প্যাডি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন) ব্যবহার করা হবে। তাতেও কৃষকদের খরচ কম হবে। ফলে চাষের খরচ কমিয়ে একজন কৃষক বাড়তি লাভের সুযোগ পাবেন।

ধানের চারা তৈরির কারখানাতে গোষ্ঠীর মহিলাদের আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ট্রে-তে বা পলিথিনের শিটে এক ইঞ্চি মাপের মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ দিতে হবে। মাটি ও গোবর সারের পরিমাণ থাকবে যথাক্রমে ৮০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ। চারা ২০ থেকে ২৫ দিনের হয়ে গেলেই তা রোপণ করা যাবে। এই পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে খুব কম পরিমাণ জল লাগে। জলের অপচয়ও খুব কম হয়। স্প্রে করেও ট্রে-তে তৈরি ধানের চারায় জল দেওয়া যায়। বর্ত মান সময়ে জলের তীব্র সংকটের মাঝে এই পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে উপকৃত হবেন কৃষকরা।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার কীভাবে কাজ করে?

এই সার ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় হওয়ায় ধুয়ে মুছে বা উবে কোন প্রকারে অপচয় হয় না এবং ফসল পায় ১০০ শতাংশ খাদ্য। স্প্রে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা এই সার কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতারা কোষে কোষে পৌঁছে ফসলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দশার যথা - ফুল আসা, ফল ধরায় যথার্থ পুষ্টির যোগান দেয় ও ফসলের বিভিন্ন বিকাশ পর্যায়ে সাহায্য করে যা কৃষককে ফসলের উচ্চ ফলন পাওয়াকে নিশ্চিত করে। এই সার ফসলকে অনুর্বর মাটিতেও যথার্থ পুষ্টি দানের মাধ্যমে বাড়তি ফলন দিতে সাহায্য করে। ধান, ফুল, ডালশস্য, তৈলবীজ প্রভৃতি চাষে ইউরিয়া ফসফেট অত্যন্ত কার্যকরী, পক্ষান্তরে উচ্চলাভযুক্ত ফসল ও পটাশ পছন্দকারী ফসল যথা সবজি, আলু, কচু, আদা, ওল, বাদাম, ফল ও অন্যান্য বাগিচা ফসলে এন পি কে ১৮:১৮:১৮ ফসলের ফলন ও গুণমান বৃদ্ধিতে বিশেষ কার্যকরী।

পশ্চিমবঙ্গে অনুসেচ ব্যবস্থার প্রচলন এখনো জনপ্রিয় হয়নি। স্বল্পমূল্যের অনুসেচ ব্যবস্থার প্রসার বিশেষত সবজি ও ফল চাষে একান্ত জরুরি। অনুসেচ বা বিন্দু সেচ ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তুলে ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার গাছের গোড়ায় গোড়ায় শিকড়ের কাছে জলসেচের সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে জল ব্যবহারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহারের উৎকর্ষতা অত্যন্ত উচ্চ মানের হবে, তাতে খরচও বাড়বে উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয়।

১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সারের সংরক্ষণ ও প্রয়োগ বার্তা —

এই সার প্যাক করা ব্যাগে অনেক বছর মজুদ করা যায়, তবে খোলা ব্যাগ ব্যবহার করে ফেলতে হবে বা ব্যাগের মুখ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে অন্যথা সারের উপাদান নষ্ট হতে পারে বা আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের মজুতে সার জমে গেলেও এর মিশ্রণ যোগ্যতা, মৌল কণা উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা অপরিবর্তিত থাকে। এই সার সকাল ১০টার আগে ও বিকাল ৪টার পরে স্প্রে করা বাঞ্ছনীয়। ঝোড়ো হাওয়া বা বৃষ্টির দিনে স্প্রে করা উচিত নয়। সারের সর্বোচ্চ শোষণ ও আত্তিকরণের জন্য স্প্রে-র সময় পাতার নিচের পৃষ্ঠতল সম্পূর্ণ ভিজানো দরকার। সঠিক মাত্রায় স্প্রে করা উচিত কারণ মাত্রা বেশি হলে ফলনের যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি মাত্রা বা ঘনত্ব কম হলে স্প্রে অকার্যকর হবে। উপযুক্ত মাত্রা হল প্রতি লিটার জলে ১০ গ্রাম অর্থাৎ ১ শতাংশ। ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি ১০০ শতাংশ জলে দ্রবণীয় সার পরিবেশবান্ধব ও অতি সহজে পাতার স্প্রে-র মাধ্যমে প্রয়োগ করা যায় বলে এই সারের ব্যাবহার কৃষকদের কাছে শীঘ্রই আবশ্যিক হয়ে দাঁড়াবে। পাতার মাধ্যমে শোষিত বা অনুসেচত সহযোগে ব্যবহৃত এই সার পাতার ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ ও শর্করা উৎপাদন বাড়িয়ে উদ্ভিদের জল শোষণ ক্ষমতা বাড়ায় ফলে ফসলের পরিবহন তন্ত্রের মাধ্যমে পুষ্টি মৌল কণার আত্তিকরণের বৃদ্ধি ঘটে, ফসল পায় উপযুক্ত পুষ্টি।

নন্দিত লতা উদ্ভিদ সোনাঝুরি

সোনাঝুরিলতা ঃ কাব্যিক নামটা ফুলের সোনাঝরা রূপের সঙ্গে মানিয়েছে বেশ। প্রচুর শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ঝুলন্ত লম্বা লতা। একে বলা হয় অফুরন্ত প্রাণ শক্তি সম্পন্ন চিরসবুজ লিয়ানা। বৃহৎ আকারের কাষ্ঠল ক্লাইমবারকে সাধারণত লিয়ানা বলা হয়। এই লিয়ানার কোন সাপোর্ট কে অবলম্বন করে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এদের টেনড্রিলের সাহায্য নিয়ে। বাড়ির বেড়া, অন্য কোন গাছ এবং ছোটখাটো বিল্ডিংকে অবলম্বন করে এরা দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে।

সোনাঝুরির অনেকগুলো সিনোনিম আছে। এই জেনারেসের নাম এসেছে গ্রিক শব্দ থেকে। সোনাঝুরিলতার আদি বাস ব্রাজিলে। তারপর এরা ছড়িয়ে পড়ে, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া এবং প্যারাগুয়েতে। তারও পরে উত্তর ও দক্ষিণ মেক্সিকোতে যেখানে এরা এখন ড্রাই ফরেস্টে বেড়ে উঠেছে। কয়েকটি স্থানে দেখা যায় এই গাছ। পূর্ণ সূর্যালোক অথবা স্বল্প সূর্যালোকে এরা বেড়ে ওঠে। এদের কোল্ড-হারডি প্ল্যান্টও বলে। অর্থাৎ এরা ঠান্ডা সহ্য করতে পারে। ২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এরা। আসলে অধিক উষ্ণতা ও শীত দুটোই ওদের অপছন্দ কিন্তু বেঁচে থাকতে পারে। অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতার দেশগুলোতে প্রচুর পরিমাণ চাষ হতে দেখা যায়। গার্ডেনাররা এই লতাগুলোকে উপকূলবর্তী বাগানের গাছ বলে মনে করে থাকেন। এরা জলের প্রাচুর্য পছন্দ করে। এই লতাটির অদ্ভুত প্রাণশক্তি থাকার কারণে এই লতার উপরের দিকের বৃদ্ধি কোন কারণে বাধা পেলে মাটির নিচ থেকে আবার কুশি গজাতে থাকে। এতে তাদের ইচ্ছেমতো বৃদ্ধির সুযোগ দিলে এরা দ্রুত এদের সাপোর্টকে ঘন কাষ্ঠল লতা এবং অনন্য সুশ্রী এবং প্রাণবন্ত ফুল দিয়ে ঢেকে ফেলতে পারে সহজেই। ইচ্ছে করলে এদের নিয়মিত প্রশ্ন করে সুনির্দিষ্ট একটি দৃষ্টি নন্দন আকৃতির মধ্যে রাখা যেতে পারে। বাড়ির সামনের গেটের লোহার জালি, পাথুড়ে দেওয়াল বা দীর্ঘ বেড়াকে এরা খুব সহজেই ঢেকে ফেলতে পারে। এই গাছ একটানা প্রায় ৭৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। ফুলগুলো সাধারণত ৩ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। ফ্লেম ভাইম থোকা থোকা অসাধারণ আবেদনময়ী রঙের ফুল তৈরি করে। ফুল ফোটা চলে বসন্ত থেকে শীত পর্যন্ত। শীতে ও বসন্তে গাঢ় কমলা রঙের ফুলে ভরে যায় ঝোঁপগুলো। অন্যান্য দেশে বসন্তকালে ফুল ফুটলেও আমাদের দেশে শীতের প্রারম্ভেই এই ফুল ফোটে এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। ঝুলন্ত মঞ্জরীর নলাকার এবং প্রায় ৫ সেমি লম্বা হয়। ডালের আগায় একটি থোকাতে সাধারণত ১৫-২০টি ফুল থাকে। পরাগধানীগুলো ছোট টিউবের মতো ফুলগুলো থেকে বের হয়ে আসে। বেশিরভাগ সময়েই ফুলেরা এদের নিজস্ব ওজনের ভারে নিচের দিকে ঝুলে থাকে। ফুলটির উজ্জ্বল লালচে-কমলা মিষ্টি রং অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে। কাছ থেকে দেখতেও অপূর্ব লাগে। ফুলের আকৃতি ও রং দুই অনন্য সুন্দর। ফুল ফোটা শেষ হলে শুকনো ডালপালা ও ডাঁটা ছেঁটে ফেলা ভাল। সাধারণত সোনাঝুরিলতার বংশবৃদ্ধি হয় গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে।

ফ্লেম ভাইন ফুল এক ধরনের মধু তৈরি করে দিনের বিভিন্ন সময়ে যা নির্ভর করে ফুলের পুষ্টিতার ওপরে। এদের গর্ভমুন্ড থেকে অনেক আগেই এদের এনথারের পুষ্টতা প্রাপ্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের মত অনুসারে হামিংবার্ডরাই এদের পরাগায়ন করে থাকে। একদিন বয়সের ফুলে মধুর পরিমাণ এবং ঘনত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি থাকে। দু'দিন বয়সের ফলে মধুর ঘনত্ব অনেক বেশি থাকে তবে মধুর পরিমাণ কমে যায়। সোনাঝুরিলতার ফুলে কোন গন্ধ নেই। আর যে ফুল পরাগায়ন করতে পারে না এবং সে ফুলের বীজ তৈরি হয় না। অনেকের ধারণা মৌমাছি দ্বারাই এদের সঠিক পরাগায়ন হয়। কারণ মধুর লোভে অনেক মৌমাছিকেই এই ঝোঁপের আশপাশে ঘুরতে দেখা যায়। সঠিক পরাগায়নের মাধ্যমে ফল তৈরি হয়। ফল সাধারণত সরু, পাতলা এবং লম্বা হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মী চাষ করে করুন অধিক উপার্জন

ব্রাহ্মী অনেক জায়গাতেই চাষ হয়। প্রায় সকলেই ব্রাহ্মীর উপকারিতা সম্পর্কে জানেন। তবে শুধু শরীরের উপকারই নয়, ব্রাহ্মী চাষ করে কৃষক লাভবান হতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বকখালিতে কল্পতরু ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহায়তায় ১৫০ একর জমিতে ২৫০ মেট্রিক টন ব্রাহ্মীর চাষ করে ৪০০০০ টাকার উপর লাভ করেছেন চাষিরা। কীভাবে চাষ করবেন ব্রাহ্মী? সেই সম্পর্কে রইল কিছু তথ্য —

মাটি এবং জলবায়ুঃ প্রধানত জলজ এলাকায় অর্থাৎ আর্দ্র জলাভূমিতে এবং খালে এর চাষ হয়। নিষ্কাশিত মাটিতে স্বাভাবিকভাবেই এই উদ্ভিদগুলি বৃদ্ধি পায়। অম্লীয় প্রকৃতির মাটি এই ব্রাহ্মী চাষের জন্য যথোপযুক্ত। এই উদ্ভিদ উপক্রান্তীয় এবং ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অধীনে বৃদ্ধি পায়। অম্লীয় প্রকৃতির মাটি এই ব্রাহ্মী চাষের জন্য যথোপযুক্ত। এই উদ্ভিদ উপ-ক্রান্তীয় এবং ক্রান্তীয় জলবায়ু অঞ্চলের অধীনে বৃদ্ধি পায়। ৩৩০-৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৬০-৬৫ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতা এই উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত।

উদ্ভিদটির সম্প্রসারণ ঃ উর্বর নরম মাটিতে এর সম্প্রসারণ ঘটে। উদ্ভিদটি যাতে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে, সেজন্য সমগ্র উদ্ভিদটিকে ছোট ছোট অংশে কাটা হয় এবং মাটিতে নিমজ্জিত করা হয়। এক হেক্টর এলাকা রোপণ করার জন্য প্রায় ৬২,৫০০টি ক্ষুদ্র অংশের প্রয়োজন হয়। শিকড় এবং কিছু পাতা সহযোগে ৫-৬ মিটার দৈর্ঘ্যে এবং ১০:১০ সেমি ব্যাসার্ধে আর্দ্র মাটিতে প্রতিস্থাপিত করা হয় এই উদ্ভিদটি। উদ্ভিদটি রোপণ করার পরেই শুধুমাত্র সেচ প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ পরিমাণে ফলনের জন্য উদ্ভিদের কাটা অংশগুলোকে জুলাই থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা উচিত।

সার ঃ ব্রাহ্মী চাষের ক্ষেত্রে জৈব সার প্রয়োগ করলে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫ টন ফার্ম ইয়ার্ড ম্যানিয়োর (এফওয়াইএম) সার দিয়ে মাটি প্রস্তুত করতে হবে। অজৈব সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম প্রয়োগ করতে হবে।

ব্রাহ্মীর উপকারিতা ঃ কেন খাওয়া উচিত ব্রাহ্মী? কি কি উপকার হবে ব্রাহ্মী খেলে? দেখে নেওয়া যাক ব্রাহ্মীর বেশ কিছু গুণ—

গ্যাস্ট্রিক আলসারের মতো রোগকে দূরে রাখে—

ব্রাহ্মী শাকে উপস্থিত শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিজ দেহে প্রবেশ করে আলসার সৃষ্টিকারী এইচ.পাইলোরি ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে, ফলে আলসারের মতো রোগের আশঙ্কা কমে যায়। **এপিলেপসি থেকে মুক্তি** বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রাহ্মী শাকে উপস্থিত একাধিক উপকারী উপাদান, যা শরীরে প্রবেশ করা মাত্র কিছু নিউরো ট্রান্সমিটারের কার্যক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। ফলে এপিলেপসির মতো রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়।

স্ট্রেস এবং অ্যাংজাইটির মাত্রা কমায় ঃ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত ব্রাহ্মী শাক খেলে মস্তিষ্কের অন্দরে স্ট্রেস এবং অ্যাংজাইটির জন্ম দেওয়া কর্টিজল হরমোনের ক্ষরণ কমতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মানসিক চাপ যেমন কমে, তেমনই মনের হারিয়ে যাওয়া আনন্দও ফিরে আসে। প্রসঙ্গত বলা যায়, বর্তমানে দিনে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে চাকুরীজীবী সকল মানুষই নানা কারণে ভীষণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন, ফলে ডিপ্রেশনের মতো মানসিক রোগের কবলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। এরকম পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মী শাক খেলে সমস্তরকম মানসিক রোগ থেকে মেলে মুক্তি।

ক্যান্সারের মতো রোগ থেকে মুক্তি দেয় ব্রাহ্মী শাক ঃ এই শাকটিতে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এই উপাদানটি শরীর থেকে নানাবিধ ক্ষতিকর উপাদানদের বের করে দিয়ে একদিকে ক্যান্সার কোষের জন্ম রোধ করে এবং অন্যদিকে সার্বিকভাবে শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অ্যালঝাইমার রোগকে দূরে রাখে ঃ ব্রাহ্মী শাকে উপস্থিত ব্যাকোসাইড নামক এক ধরনের রাসায়নিক জৈব-বস্তু (বায়ো-কেমিক্যাল)। এটি ব্রেন টিস্যুর ক্ষত সারিয়ে তাদের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই, বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্রেন-এর কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। অপরদিকে, কগনিটিভ ফাংশান কমে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে, ফলে অ্যালঝাইমার রোগের আশঙ্কা কমে যায়।

লতানো উদ্ভিদ অর্কিড ভ্যানিলা

ভ্যানিলা ভাইন অর্কিড জাতীয় (পরাশ্রয়ী) লতানো উদ্ভিদ। খুঁটি বা দেওয়ালের মতো অবলম্বন পেলে তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে এটি। সর্বোচ্চ ৫ মিটার দীর্ঘ একেকটি ভ্যানিলা উদ্ভিদ গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় ভালো জন্মে। ঠিক জাফরানের মতো বিশ্ব বাজারে ভ্যানিলা পড (লম্বাকৃতি ভ্যানিলার ফল। এর চাহিদা এবং মূল্য দুটোই বেশি। দামি আইসক্রিম, কেক, দই, কুকি-বিস্কুটসহ নানা ভোগ্যবস্তুকে আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু করতে খাদ্যশিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ভ্যানিলা। তাছাড়া বিখ্যাত সব রেস্টুরেন্টে রান্নার ঘ্রাণ বাড়াতে মাছ-মাংস, সবজি ও নুডলসের মতো খাবারে ভ্যানিলা নির্যাস এখন একটি অত্যাবশ্যকীয় মেন্যু।

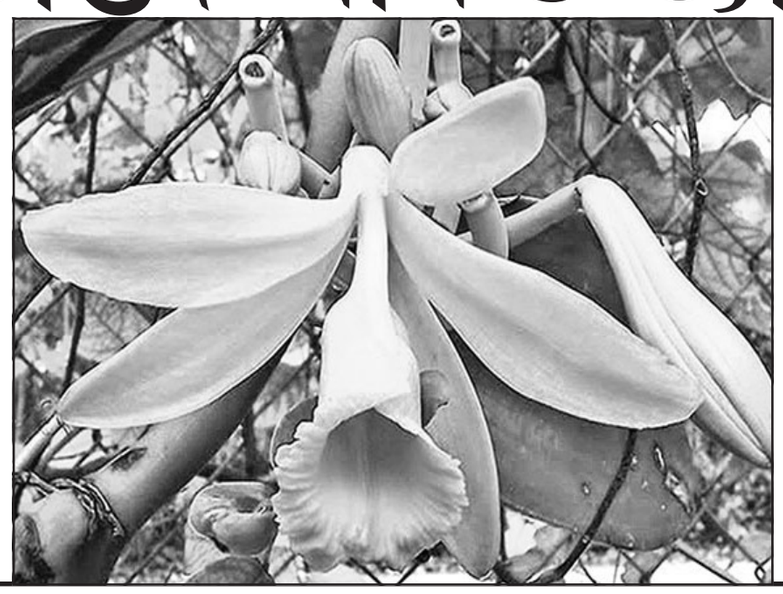

২-৩ বছর ভালোভাবে বেড়ে ওঠার পর ভ্যানিলার সবুজ-হলুদ রঙা বেশ কয়েকটি ফুল ফুটে। ফোটার পর একেকটি ফুল একদিনই স্থায়ী হয়। ফুলগুলোর পরাগায়নের ফলে উৎপন্ন হয় কাঙ্ক্ষিত ভ্যানিলা পড। তবে ভ্যানিলার পরাগায়ন এত সহজ নয়। ভ্যানিলা ফুলের ভেতরে বিভাজিত ঠোঁটসদৃশ পর্দা বিশেষ থাকায় এই উদ্ভিদে স্বপরাগায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট পদ্ধতিতে কাঠের তৈরি খিলান সদৃশ ছোট কাঠি কিংবা ঘাসের ছোট কান্ড দ্বারা ভ্যানিলা ফুলে পরাগায়ন করা হয়, যা অনেক সময় সাপেক্ষ ও পরিশ্রমের কাজ। বাদামি রং ধারণ করা শুকনো ভ্যানিলা পড আর এর সূক্ষ্ম কালো বীজ অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রেখে ৫-৬ মাস পর তৈরি হয় মনকাড়া ঘ্রাণের ভ্যানিলা নির্যাস। পরে তৈরি হয় এসেন্স ও ভ্যানিলা পেস্টের মতো মূল্যবান উদাহরণ।

শুধু খাবারেই নয় বরং বিভিন্ন পরিষ্কারক বস্তু ও পেইন্ট (রং)-এর বোটকাগন্ধ দূরীকরণ, মূল্যবান প্রসাধনী ও সুগন্ধী তৈরিতেও এটি ব্যবহৃত হয়। মূল্যের দিক বিচার করলে জাফরানোর পরেই রয়েছে ভ্যানিলা। প্রতি কেজি ভ্যানিলার বাজার মূল্য প্রায় ৪০০ ডলার ভারতীয় মুদ্রায় ৩১ থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

মূর্তি পাড়ায় চলছে সরস্বতী মূর্তির তৈরি শেষ তুলির টান। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাওয়ের বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর হাতে তৈরি পরম্পরাগত পোশাক সামগ্রীর প্রদর্শনী হাফলঙে

হাফলং (অসম), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আত্মনির্ভর ভারত গড়তে স্থানীয়ভাবে তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী কীভাবে বাজারজাত করা যায় এর উপর জোর দিতে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাই এরই অঙ্গ হিসেবে ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর হাতে তৈরি পরম্পরাগত পোশাক ও বিভিন্ন সামগ্রী বাজারজাত করার লক্ষ্যে হাফলঙে বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের হস্ততাঁত ও শিল্প বিভাগের উদ্যোগে পাঁচ দিনের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

পাঁচ দিনের এই প্রদর্শনীতে ডিমা হাসাও জেলার ২৫টির বেশি আত্মসহায়ক গোষ্ঠী হাতে তৈরি পরম্পরাগত পোশাক ও বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে স্টল খুলেছে। হস্ততাঁত ও শিল্প দফতরের সহকারী অধিকর্তা পি জেমি বলেন, প্রথমবার হস্ততাঁত এবং শিল্প দফতর ডিমা হাসাও জেলা ভিত্তিক এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে যাতে আত্মসহায়ক গোষ্ঠীগুলি তাদের হাতে তৈরি পরম্পরাগত পোশাক ও বিভিন্ন সামগ্রী বাজারজাত করতে পারে। এতে তাঁদের রোজগার যাতে বৃদ্ধি পায় এবং এ-সব সামগ্রী যাতে বাইরে রফতানি করতে পারে এটাই প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য।

হাফলং সাংস্কৃতিক ভবনে হস্ততাঁত ও শিল্প দফতর আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক পল বরুয়া বলেন, ডিমা হাসাও জেলা অতি সুন্দর। এখানে ছোটবড় ১৪টি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর বসবাস। প্রত্যেক জাতি জনগোষ্ঠীর রয়েছে পৃথক পৃথক কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং বৈচিত্রময় হস্ততাঁত শিল্প। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রদর্শনী শুধু হাফলঙে আয়োজন না করে জেলার বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি বহিঃ জেলায় অনুষ্ঠিত করলে এখানকার তৈরি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বৈচিত্রময় পোশাক ও বিভিন্ন সামগ্রী বাজারজাত করতে সহজ হবে। এর ফলে আত্মসহায়ক গোষ্ঠীগুলিও বাঁচবে, মন্তব্য করেন জেলাশাসক পল বরুয়া।

উত্তাল অসম বিধানসভা, ১০ মিনিটে ভাষণ সমাপ্ত রাজ্যপালের, ওয়াকআউট বিরোধীদের

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : চতুর্দশ অসম বিধানসভার সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের অন্তিম বাজেট অধিবেশন আজি বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির ভাষণ দিয়ে শুরু হয়। কিন্তু দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থার প্রসঙ্গ এনে রাজ্যপাল মুখি ভাষণ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সরকার সর্বক্ষেত্র ব্যর্থ বলে অভিযোগ তুলে বিরোধীরা হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে ওয়াকআউট করেন। বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর উত্তাল প্রতিবাদ ও হুলস্থুলের দরুন রাজ্যপালকে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর ভাষণ শেষ করতে হয়েছে। রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির ভাষণের মাধ্যমে অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের সদস্যরা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। তাঁরা রাজ্যপাল প্রদত্ত ভাষণের বিরোধিতা করে স্লোগান দিতে দিতে ওয়েলের সামনে গিয়ে হাজির হন। হাতে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে মুখে সরকারের ব্যর্থতার স্লোগান দিতে দিতে রাজ্যপালের সামনে গিয়ে এক হুলস্থুল পরিবেশের সৃষ্টি করেন বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর বিধায়করা।

রাজ্যপাল ৮৭ পৃষ্ঠার তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করার শুরুতে রাজ্যে স্বচ্ছ, কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীল দায়বদ্ধ সুশাসন প্রণয়ণের জন্য সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে সংস্কারিত করেছে বলে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ বিধায়করা। তাঁরা রাজ্যপালের আসনের সামনে গিয়ে প্রতিবাদী স্লোগান দিতে দিতে এক সময় সদন ছেড়ে বেরিয়ে যান। এর পর মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তাঁর ভাষণ শেষ করেন রাজ্যপাল।

এ ঘটনার পর বিধানসভার অধ্যক্ষ ৪৫ মিনিটের জন্য অধিবেশনের কার্যসূচি স্থগিত রেখে পরম্পরা অনুযায়ী জলপানের জন্য সকল বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু জলপানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন বিরোধী কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ বিধায়করা।

হাজারো সমস্যায় জর্জরিত দক্ষিণ করিমগঞ্জের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃত জনদরদি নেতার প্রয়োজন, মনে করে বিজ্ঞ মহল

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন বিজেপি সহ কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ দক্ষিণ করিমগঞ্জে নিজ নিজ রাজনৈতিক রণকৌশল স্থির করতে ইতিমধ্যে জোরদার প্রয়াস শুরু করে দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আসনে প্রার্থী নির্বাচনে শাসকদল কিছুটা ব্যাকফুটে রয়েছে। দলের জেলা সভাপতি এবং বর্তমান বিধায়কের মধ্যে চলমান ঠাণ্ডা লড়াইয়ে এআইইউডিএফের ঘরেও অশান্তির আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। দলীয় টিকিটের একজন প্রবল দাবিদার হিসেবে বিভিন্ন সভা সমিতি করে নিজের অবস্থান ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন আজিজুর রহমান তালুকদার। করিমগঞ্জ জেলায় দলীয় একমাত্র বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের অবস্থানও নড়বড়ে।

দক্ষিণের দলীয় অন্দরমহলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। জেলা কমিটি সহ দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিভিন্ন দলীয় সংগঠনগুলোও এবার আজিজ আহমদ খানকে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন না, এমন আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। এর প্রমাণও দলীয় বিভিন্ন সভা সমিতিতে পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যে মহাজোট হলেও দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা। নির্বাচনের আর খুব সম্ভবত দুই আড়াই মাস বাকি। একমাত্র কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও দল এখন পর্যন্ত প্রার্থী ঠিক করতে পারেনি। প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমদ ছাড়া দক্ষিণ করিমগঞ্জে কংগ্রেসের আর কোনও প্রবল দাবিদার নেই। সেই হিসেবে কংগ্রেস থেকে সিদ্দেকের টিকিট পাওয়া একপ্রকার নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে শাসকদল বিজেপি ও এআইইউডিএফ প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের রণকৌশল থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।

রাজ্যে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ সহ অন্যান্য ছোট ছোট দলগুলোকে নিয়ে মহাজোটের প্রক্রিয়াও এখনও বিশবাঁও জলে। এদিকে সম্প্রতি বটদ্রবায় এক নির্বাচনি জনসভায় বদরউদ্দিন অসমিয়া জাতির প্রাণপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে 'সাহাব' বলে সম্বোধন করে এক নতুন বিতর্কের সূচনা করেছেন। এ-নিয়ে বৃহত্তর অসমিয়া জাতি বদরউদ্দিনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও মানসিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করছে। প্রদেশ বিজেপিও এই স্পর্শকাতর ইস্যুটি নিয়ে কংগ্রেস এবং অসমিয়া জাতীয়তাবাদী দল সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে কামান দাগতে শুরু করে দিয়েছে।

বৃহত্তর অসমিয়া জাতির প্রাণপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে নিয়ে বদরউদ্দিনের এমন অপমানসূচক শব্দ প্রয়োগের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী দল সংগঠনগুলো কোনও প্রতিবাদ না করায় ইতিমধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ বিজেপির প্রধান মুখপাত্র রূপম গোস্বামী। এমতাবস্থায় কংগ্রেস ও রাজ্যের জাতীয়তাবাদী দলগুলো এআইইউডিএফের সঙ্গে মিত্রতায় কতটুকু আন্তরিক হবে? বর্তমান সময়ে এটা এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদৌ জোট হবে কি না! এ-নিয়েও অনেক সংশয়ের অবকাশ রয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের অনেক তাবড় তাবড় নেতা এআইইউডিএফের সঙ্গে মিত্রতা নিয়ে ইতিমধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দলের অন্দরমহলেও এ-নিয়ে চলছে চরম বিশৃঙ্খলা।

জেলার বহুচর্চিত দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা আসনেও কংগ্রেস-এআইইউডিএফ মিত্রতার কোনও লক্ষণ নেই। প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ সম্প্রতি রকিবুল হুসেনকে নিয়ে নিজের প্রচার অভিযানের ঢাকে কাঠি দিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণ করিমগঞ্জ কেন্দ্রে সিদ্দেক আহমেদই যে কংগ্রেস প্রার্থী তা-ও একপ্রকার পরিষ্কার করে গিয়েছেন বিধানসভার দলীয় উপনেতা রকিবুল হুসেন। অন্যদিকে এআইইউডিএফ সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমল বারইগ্রামের এক কর্মী সম্মেলনে এই আসনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে প্রচার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়ে গিয়েছিলেন। তবে দলীয় প্রার্থী সম্বন্ধে ওইদিনের কর্মী সভায় একটি শব্দও ব্যবহার করেননি বদরউদ্দিন। রাজনৈতিক বিজ্ঞমহলের ধারণা, বরাক উপত্যকায় আদৌ মিত্রজোট হবে কি না! এ-নিয়ে উভয় দলই দ্বিধাবিভক্ত। উভয় দলের নিজেদের আলাদা আলাদা নির্বাচনি প্রচারই জোট না হওয়ার ইঙ্গিত বহন করছে বলে রাজনৈতিক বিজ্ঞমহল অভিমত ব্যক্ত করছে।

শাসক দল বিজেপির প্রার্থী হিসেবে শক্ত দাবিদার জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন। ইকবাল দীর্ঘদিন ধরে মাটি কামড়ে থাকার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভালো একটা ভোট বিজেপির পক্ষে আসার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। ইকবাল ছাড়া বিজেপির আর কোনও প্রার্থী প্রত্যাশীকে দক্ষিণ করিমগঞ্জের জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে দেখা যায়নি। বিগত প্রায় দশ বছর থেকে ইকবাল দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনগণের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে চলছেন। জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল জনগণের সুখে-দুখে সর্বদা পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন ইকবাল। সেই সঙ্গে হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতার উপর তাঁর বিজেপির দলীয় মনোনয়ন পাওয়াও নির্ভর করছে।

২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির চিরাচরিত হিন্দু ভোটের সিংহভাগ প্রায় ২৫ হাজার ভোট এআইইউডিএফ প্রার্থী আজিজ আহমদ খানের পক্ষে যাওয়ায় মুসলিম ভোট কম পেয়েও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে এআইইউডিএফ প্রার্থী হিন্দু ভোটে কতটুকু ভাগ বসাতে পারবেন, এর উপরই নির্ভর করবে বদরউদ্দিনের দলের প্রার্থীর জয় পরাজয়। কারণ গত নির্বাচনে এআইইউডিএফের পক্ষে প্রবল হাওয়া থাকা সত্ত্বেও দলীয় প্রার্থী আজিজ আহমেদ খান মুসলিম ভোট পেয়েছিলেন প্রায় ৩৩ হাজার। আর অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী সিদ্দেক আহমেদের পক্ষে মুসলিম ভোট পড়েছিল প্রায় ৪৭ হাজার। এআইইউডিএফ প্রার্থী আজিজ আহমেদ খান হিন্দু ভোট না পেলে, শুধুমাত্র মুসলিম ভোটের দ্বারাই সিদ্দেক অনায়াসে নির্বাচিত হতে পারতেন। এবার কিন্তু গত নির্বাচনের মতো পরিস্থিতি নেই। এআইইউডিএফ প্রার্থী গত নির্বাচনে প্রাপ্ত মুসলিম ভোট ধরে রাখতে পারবেন কি না, সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। রাজনৈতিক বিজ্ঞমহলের ধারণা মুসলিম ভোটের উপর বরাবরই সিদ্দেক আদমেদের একটা প্রভাব রয়েছে। এবারের নির্বাচনে এআইইউডিএফ প্রার্থী হিন্দু ভোটের তেমন সমর্থন পাবেন না, এটা জলের মতো পরিষ্কার। আর হিন্দু ভোটের একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন ছাড়া দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে কোনও প্রার্থীর জয় সম্ভব নয়। হিন্দু ভোটাররাই যে দক্ষিণ করিমগঞ্জে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনবারের মধ্যে প্রথম দুবার সিদ্দেক আহমেদের জয়ে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিলেন হিন্দু ভোটাররাই।

দু-দুবার দক্ষিণ করিমগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণ এককাট্টা হয়ে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিলেন সিদ্দেক আহমেদকে। এটা অস্বীকার করতে পারবেন না সিদ্দেক। যদিও পরবর্তীতে সিদ্দেক হিন্দুদের বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেননি। সিদ্দেকের তৃতীয়বারের বিধানসভা নির্বাচন আসতে আসতে তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত নেতার তকমা নিজের পিঠে সেঁটে দেন। নির্বাচন কেন্দ্রের হিন্দু সম্প্রদায়ের জনতার পূর্ণ সমর্থন ছাড়া সিদ্দেক কিন্তু একবার মাত্র বিধায়ক হয়েছেন। তা-ও ইকবাল হুসেন আর শিপ্রা গুনের মধ্যে হিন্দু ভোট ভাগাভাগির ফলে। ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রেকর্ড সংখ্যক ভোট পেয়েও, সিদ্দেককে হারের মুখ দেখতে হয় শুধুমাত্র হিন্দু ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে। তাই একটা বিষয় জলের মতো পরিষ্কার, দক্ষিণ করিমগঞ্জে হিন্দু ভোট ছাড়া কারও বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন কোনও দিনও সফল হতে পারবে না। গত বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ করিমগঞ্জের হিন্দু সম্প্রদায়ের সিংহভাগ ভোট এআইইউডিএফের অনুকূলে আসায় রাজনীতিতে আনকোরা অনভিজ্ঞ আজিজ আহমেদ খান বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের মতো শতাব্দি-প্রাচীন দল সমগ্র দেশে বিজেপির মোকাবিলায় খড়কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে, সেখানে আজমলের তালাচাবি কতক্ষণ দাঁড়াতে পারবে! এ-নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত দক্ষিণ করিমগঞ্জের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জনগণকে দলমতের উর্ধ্বে উঠে একজন প্রকৃত জনদরদি নেতাকে নির্বাচিত করাটা একান্ত আবশ্যক বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সচেতন নাগরিকরা।

সৌদি আরবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড মৃত ছয় বাংলাদেশি

রিয়াদ, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সৌদি আরবের মদিনায় একটি সোফা কারখানায় আগুন লেগে প্রাণ হারিয়েছেন ছয় বাংলাদেশি। ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সময় বুধবার মধ্যরাতের। মৃতদের মরদেহ দেশে ফেরানোর জন্য যাবতীয় প্রক্রিয়া শুরু করেছেন বাংলাদেশের দূতাবাসের আধিকারিকরা।

দূতাবাস সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদিনার ২৫ কিলোমিটার দূরে আল মনোয়ারায় উহুদ পাহাড়ের কাছে মদিনা আল-খলিল এলাকার একটি সোফা কারখানায় বুধবার স্থানীয় সময় রাত দশটা নাগাদ আগুন লাগে। কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অনেকেই তখন রাতের খাওয়াদাওয়া শেষে ঘুমোচ্ছিলেন। ফলে সর্বগ্রাসী আগুনের লেলিহান শিখা থেকে তাঁরা বাঁচতে পারেননি। ছয় বাংলাদেশি শ্রমিক জীবন্ত পুড়ে প্রাণ হারান।

নিহত বাংলাদেশি শ্রমিকদের মরদেহ মদিনার কিং ফাহাদ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নিহতদের পরিজনের কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষে দ্রুতই মরদেহ দেশে পাঠানো হবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হটানোর ডাক জগদীপ ধনকরের

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এতদিন নিয়মিত টুইটে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। এর জন্য মাঝে মাঝেই ধারালো জবাব আসছিল খোদ মুখ্যমন্ত্রী বা শাসক পক্ষের কোনও নেতার কাছ থেকে। বৃহস্পতিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা থেকে হঠানোর ডাক দিলেন ধনকর। বললেন, "বাংলায় সাফাই হওয়াটা জরুরি। গণতন্ত্রের কণামাত্র বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে বাংলায় সাফাই হওয়াটা জরুরি।"

বৃহস্পতিবার কলকাতায় এক পাঁচতারা হোটেলে একটি নামী বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে এই মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে নিজের জমিদারি বলে মনে করেন। পশ্চিমবাংলা একসময় সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত এখানে বহু শিল্প-কারখানা ছিল। আর এখন সেখানে কোনও শিল্প নেই, কারখানা নেই, চাকরি নেই। এ বিষয়গুলি বেদনাদায়ক। রাজ্যের পরিস্থিতি রাজ্যপালের চেয়ে ভাল কেউ জানে না। আমি প্রকাশ্যে যা বলেছি তা তো শুধুমাত্র হিমশৈলের চূড়ামাত্র। বাংলার প্রশাসনের সম্পূর্ণ রাজনীতিকরণ করা হয়েছে। আমলারা সরকারের হয়ে কাজ করেছেন। রাজ্যপালের এই বক্তব্যের জেরে পাল্টা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীও। এদিন মুর্শিদাবাদের কলকাতায় ফেরার মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী বহরমপুরের ব্যারাক স্কোয়ার মাঠে সাংবাদিকদের এই প্রসঙ্গে জানান, ""বাংলার আইন শৃঙ্খলা অনেক ভাল। যোগীর রাজ্যে শুধু পুলিশ নয়, সাংবাদিকও খুন হচ্ছে। বাংলার অবস্থা অনেক ভাল। মুর্শিদাবাদও শান্ত।"

তপোবন সুড়ঙ্গে উদ্ধারকাজ চলছেই, উত্তরাখণ্ড বিপর্যয়ে মৃত্যু বেড়ে ৩৫

চামোলি (উত্তরাখণ্ড), ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): গত রবিবার ভয়াবহ বিপর্যয়ের সাক্ষী থেকেছে উত্তরাখন্ডের চামোলি জেলা। রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার-এই সময়ে প্রাণ বাঁচানোর অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আইটিবিপি, সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-এর যৌথ বাহিনী। কিন্তু, বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি ২০৪ জনের। পাশাপাশি চামোলি জেলার বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৫। তপোবন সুড়ঙ্গে যাঁরা আটকে রয়েছেন তাঁদেরও খোঁজ নেই। সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা তৈরি হয়েছে এই তপোবন বিদ্যুৎপ্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারের বিষয়টি নিয়ে। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিপর্যয়ের ঘটনায় এখনও নিখোঁজ ২০৪ জন। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ৩৫ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি অশোক কুমার জানিয়েছেন, ৩৫ জনের মধ্যে ১০ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ৭২ ঘন্টারও বেশি সময় অতিক্রান্ত, এখনও পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকতেই বেগ পেতে হচ্ছে উদ্ধারকারীদের। সুড়ঙ্গের মুখ কাদা, পাথরে আটকে রয়েছে। উদ্ধারকারী দল সূত্রে জানানো হয়েছে, সুড়ঙ্গের ভিতরে বড় বড় পাথর আটকে থাকায় সেগুলো পরিষ্কার করে ভিতরের দিকে ঢুকতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তার উপর ড্রিল করার সময় মেশিন ভেঙে যাওয়ায় উদ্ধারকাজ বিঘ্নিত হয়েছে।

বিপর্যয় পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে এদিনই তপোবন সুড়ঙ্গের সামনে আসেন উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল বেবি রানী মৌর্য্য। সঙ্গে ছিলেন চামোলি জেলার জেলাশাসক স্বাতী এস ভাদোরিয়া, শীর্ষ পুলিশ করতে। এদিন রাজ্যপাল আইটিবিপি-সহ অন্যান্য উদ্ধারকারী দলের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে ৭.৭ মাত্রা ভূমিকম্প, সুনামির আতঙ্ক

সিডনি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রশান্ত মহাসাগরে ৭.৭ মাত্রার এক ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার মধ্যরাতে এই ভূমিকম্প হয়। অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে পূর্বদিকে ৩৪০ মাইল দূরে অবস্থিত লর্ড হো দ্বীপে সুনামি আছড়ে পড়তে পারে বলে সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া বিভাগ।

জানা গিয়েছে, এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার থেকে ৩৪০ মাইল দূরে। রিখটার স্কেলের কম্পনের তীব্রতা ধরা পড়ে ৭.৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুসারে, বুধবার মধ্যরাতে নিউ ক্যালেডোনিয়ার পূর্ব দিকে ৪১৫ কিলোমিটার দূরে ১০ কিলোমিটার গভীরতায় এই ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পে ছোট আকারের সুনামি সৃষ্টি হলেও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। নিউজিল্যান্ড, নিউ ক্যালেডোনিয়া, ভানুয়াতুসহ আশেপাশের আরও কয়েকটি দেশেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হলেও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ভূ-তত্ত্ববিদ সুজীব কর জানিয়েছেন, অত্যাধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইন্দো অস্ট্রেলিয়ান প্লেট। এই প্লেটের একেবারেই দক্ষিণে ভানুয়াতু অঞ্চল। সেই অঞ্চলটিই ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ওই অঞ্চলে ইতিমধ্যেই ৬.২-র থেকে বেশি মাত্রায় আরও দু''বার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইন্দো অস্ট্রেলিয়ান প্লেট সক্রিয়তার কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপগুলিতে বারবার ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছরের মাঝামাঝি ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আমেরিকা। রিখটার স্কেলে কম্পন মাত্রা ছিল ৭.৮। সেবারও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয় মার্কিন মলুকে। যদিও শেষপর্যন্ত কোনও অঘটন ঘটেনি।

শোভন-বৈশাখীর বিরুদ্ধে আদালতে দেবশ্রীর সাক্ষী রত্না চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শোভন-বৈশাখীর আইনি লড়াইয়ে নতুন মোচড় ! মামলায় সাক্ষী দিতে বৃহস্পতিবার আদালতে পৌঁছে গেলেন শোভন-জায়া রত্না চট্টোপাধ্যায়।

শোভন চট্টোপাধ্যায়-বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছেন তৃণমূল বিধায়ক তথা শোভনের একসময়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবশ্রী রায়। নীলবাড়ি দখলের লড়াইয়ের মধ্যেই নতুন মাত্রা পেল বেহালার 'চাটুজ্জে' পরিবারের প্রকাশ্য কোন্দল। আলিপুর আদালত চত্বরে বৃহস্পতিবার রত্না বলেছেন, "দেবশ্রী আমাদের খুব ভাল পারিবারিক বন্ধু। আমার সঙ্গে এবং শোভনের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। কিন্তু দেবশ্রী কোনও দিনই আমাদের সম্পর্কের মধ্যে ঢোকেননি।" অর্থাৎ, প্রকারান্তরে রত্নার অভিযোগ, বৈশাখী তাঁর এবং শোভনের সম্পর্কের মধ্যে ঢুকেছেন।

গত ৬ ফেব্রুয়ারি আদালতে শোভন-বৈশাখীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেন রায়দিঘির বিধায়ক দেবশ্রী। সেই সঙ্গে আদালত চত্বরে সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিক অভিযোগও তোলেন।সেই অভিযোগে এক সঙ্গে শোভন ও বৈশাখীকে আক্রমণ করেন দেবশ্রী। এরপরে বিজেপি-র মঞ্চ থেকেই দেবশ্রীকে জবাব দেন শোভন-বৈশাখী। প্রতিটি অভিযোগ ধরে ধরে সেই জবাবের মধ্যে এমনও ইঙ্গিতও দেন যে, তাঁর দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার জন্য দায় রয়েছে দেবশ্রীরও। বৃহস্পতিবার সেই অভিযোগ নিয়েই দেবশ্রীর পাশে দাঁড়িয়ে স্বামী শোভনকে আক্রমণ করেন রত্না। মামলা করার দিন দেবশ্রী বলেছিলেন, "শোভন চট্টোপাধ্যায় মতো মানুষেরা সামাজিক অস্বস্তি। পরিবার, সন্তানের কাছে, স্ত্রী-র কাছে যে আপন নয়, সে কত বড় নেতা? সে কি জনপ্রিয় নেতা হতে পারে? মানুষের সামনে দাঁড়াতে পারে?"

মামলার জবাব আদালতে দেবেন বলে জানালেও সেদিন বৈশাখী দেবশ্রীকে পাল্টা আক্রমণ করে বলেছিলেন, "উনি তো 'পলিটিক্যাল এমবারাসমেন্ট'। রাজনৈতিক অস্বস্তি।" শোভনের আক্রমণ ছিল আরও জোরালো। তিনি বলেছিলেন, "উনি সন্তানের মা নন। আর সংসার? ওঁর যে সংসার ছিল, তার কী পরিণতি হল সেটা যেন মানুষের কাছে খোলসা করেন। আমি তো নির্দিষ্ট অভিযোগ এনে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছি। সেই মামলা চলছে...। মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি। কথায় বলে, সে কে? ডাইনি!"

শোভন-বৈশাখীর বিরুদ্ধে দেবশ্রীর মানহানির মামলার কারণ, ২১ জানুয়ারি রায়দিঘিতে এক জনসভায় গিয়েছিলেন শোভন-বৈশাখী। সেই জনসভা থেকে স্থানীয় বিধায়ক দেবশ্রীর সমালোচনায় মুখর হন দু'জন। অভিযোগ, শোভন সেখানে দেবশ্রীকে 'অযোগ্য বিধায়ক' বলে দাবি করেন এবং ২০১৬ সালের ভোটে তাঁকে জেতানোর জন্য এলাকার মানুষের কাছে ক্ষমা চান। সঙ্গে নাম না করে 'টোটো কেলেঙ্কারি' নিয়ে দেবশ্রীকে আক্রমণ করেন। একই সুরে দেবশ্রীর সমালোচনা করেন বৈশাখীও। বলেন, "উনি তো সিনেমাতেও নেই। রাজনীতিতেও নেই!" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নির্ধারিত কর্মসূচি স্থগিত, বৃহস্পতিবার বাজেট পেশ হয়নি অসম বিধানসভায়

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসম বিধানসভায় ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ হয়নি। অনিবার্য কারণে বাজেট পেশ কার্যসূচি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করা হয় বিধানসভায়। আগামীকাল শুক্রবার বিধানসভায় ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশের সম্ভাবনা রয়েছে।অসম বিধানসভায় আজ বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিনের বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী আজ কেন ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ করা হয়নি তার কারণ সরকারিভাবে জানানো হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অসম সফরে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাই অর্থমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আজ ভোট অন অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ করা হয়নি। এদিকে বাজেট পেশের সঙ্গে অমিত শাহের অসম সফরের কোনও সম্পর্ক নেই বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিধানসভার সচিব অমরেন্দ্র নারায়ণ ডেকা। তিনি বলেন, আজ বাজেট পেশের পাশাপাশি রাজ্যপালের ভাষণ কার্যক্রম ছিল। দুটি কার্যসূচিই যেহেতু যথেষ্ঠ সময়সাপেক্ষ সেজন্য বাজেট পেশ পর্ব স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বাজেট পেশের কার্যসূচি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গতকাল রাতেই বিধানসভার পরামর্শদাতা সমিতি গ্রহণ করেছে।

মোদী না মমতা, বিকাশ না বিনাশ মানুষকেই বেছে নিতে হবে : অমিত শাহ

কোচবিহার, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : নরেন্দ্র মোদীর বিকাশের মডেল, নাকি মমতা ব্যানার্জির বিনাশের মডেল তা বাংলার মানুষকেই বেছে নিতে হবে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের জন্য ঘোষণা করেছেন। মমতা দিদি লিস্ট পাঠায় না। তাই ৬,০০০ টাকা আসেনা। চিন্তা করবেন না ক্ষমতায় এসে বিজেপি প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই আপনারা টাকা পেয়ে যাবে। দিদি আপনি কি ভাবেন কৃষকরা টাকা পেলে আপনাকে হটিয়ে দেবে। তাঁরা তো আপনাকে অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গেই গদি ছাড়া করবে।

গরিব মানুষকে আয়ুষ্মান যোজনা থেকে বঞ্চিত করছেন মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু চিন্তা করবেন না। সরকার গড়ে বাংলার সমস্ত গরিবকে আমরা আয়ুষ্মান ভারত যোজনার সুবিধা দেব। আপনি আর আপনার ভাইপো গরিবদের জন্য কল্যানমুলক যোজনাগুলিকে মে মাসের পরে আটকে রাখতে পারবেন না। কারন আপনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। এইপ্রকার ১১৫টি যোজনা তৈরি করেছেন নরেন্দ্র মোদী গরিবদের জন্য। মোদী সরকার গরিব কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মমতা সরকার ভাইপোর কল্যানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মমতা ব্যানার্জি মা- মাটি- মানুষের যে স্লোগান নিয়ে এসেছিলেন তার জায়গায় এখন তোলাবাজি, কারখানায় তালা লাগানোর কাজ হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী। এখন সময় এসেছে সেটা বদলে ফেলার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

উদয়পুরের খিলপাড়ায় ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গিয়েছে বসত ঘর। সাথে মোটরসাইকেলও। ছবি নিজস্ব।

নেটমাধ্যমে জনপ্রিয়তা বাড়ছে 'কু'-র

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): নেটমাধ্যমে জনপ্রিয়তা বাড়ছে ভারতীয় অ্যাপ 'কু'-র। বেশ কিছু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিজেপি-র বেশ কয়েক জন নেতা এবং কেন্দ্রের কিছু মন্ত্রক এখানে অ্যাকাউন্ট খোলার পর থেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই ভারতীয় অ্যাপের গ্রাহক সংখ্যা।

২০২০ সালের অগস্টে 'আত্মনির্ভর অ্যাপ চ্যালেঞ্জে' দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল 'কু'। একধিক ভারতীয় ভাষা বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এই অ্যাপে। সম্প্রতি দেশের প্রথম সারির কিছু মন্ত্রী, গায়ক, ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা ইতিমধ্যেই যোগ দিয়েছেন এই নেটমাধ্যমে। সেই তালিকায় রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ এবং পীযূষ গয়াল। কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকও অ্যাকাউন্ট খুলেছে এখানে। এ ছাড়া মাই জিওভি, ভারতীয় ডাক, পূর্ব রেলওয়ের মতো সংস্থাও অ্যাকাউন্ট খুলেছে এখানে। ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে এবং জাভাগল শ্রীনাথ, অভিনেতা আশুতোষ রানা, গায়ক জসবিন্দর সিংহ, সদগুরু-র মত ব্যক্তিত্বরাও এসেছেন এই ভারতীয় অ্যাপে।

'কু' অ্যাপের সহ-নির্মাতা ময়াঙ্ক বিদায়াতকা জানিয়েছেন, গত ৬ মাসে ৪ গুণ বেড়েছে এই অ্যাপের গ্রাহক সংখ্যা। তাঁর দাবি এই অ্যাপ ডাউনলোড করেছেন ৩০ লক্ষেরও বেশি জন। আগামী দিনে এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা তাঁর। যদিও এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ময়াঙ্কের দেওয়া পরিসংখ্যানকে পুরোপুরি সমর্থন করছে না। সেখানে জানানো হয়েছে 'কু'-এর গ্রাহক সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়েছে।

ভক্তরা মন্দিরে এত টাকা প্রণামী দিলেন যে দুদিন ধরে গুণে শেষ করা গেল না

জয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভক্তরা মন্দিরে এত টাকা প্রণামী দিলেন যে দুদিন ধরে গুণে শেষ করা গেল না। ফুল, মালা, মিষ্টির প্যাকেটের ক্ষেত্রেও রেকর্ড গড়ল রাজস্থানের মেওয়ারের শ্রী সাওয়ালিয়া শেঠের মন্দিরে।সম্প্রতি সেই বাক্স খোলা হয়েছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষ দুদিন ধরে প্রণামী বক্সের টাকা গুনেছেন।

আস্থা ও বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠলে ভারতীয়রা সেরা। আরও একবার এই দাবির সত্যতা প্রমাণ হল। এদেশের একটি মন্দিরের উপচে পড়ল ভক্তের দান। রাজস্থানের মন্দির মেওয়ারের শ্রী সাওয়ালিয়া শেঠের প্রণামী বাক্স যখন খোলা হয়, তখন সামনে ছিলেন মন্দিরের কার্যনির্বাহী মণ্ডলের সিইও ও জেলাশাসক। প্রণামী বাক্স খোলার পর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকেই অবাক হয়ে যান। এর পরই শুরু হয় টাকা গোনা। দুদিন ধরে চলে টাকা গোনার কাজ। আর এই কাজ করতে গিয়ে অনেকে হাঁপিয়েও উঠেছিলেন। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত দানপাত্রের ছকোটি ১৭ লাখ ১২ হাজার ২০০ টাকা জমা হয়েছে বলে গোনা গিয়েছে। তবে এখনও গোনা শেষ হয়নি। আরও একটি প্রণামী বাক্স খোলা হবে। তার পর সেখানে কত টাকা পড়েছে তা গুনে দেখা হবে। কয়েক ডজন লোক প্রণামী বাক্সের টাকা গুনেছিলেন। এত টাকা ছাড়াও ৯১ গ্রাম সোনা, চার কিলো ২০০ গ্রাম রূপো প্রণামী হিসাবে দিয়েছেন ভক্তরা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)।** ব্লাড ব্যাঙ্ক : **জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করবুকের বিডিওকে স্মারকলিপি নারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ১১ ফেব্রুয়ারী।। আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির করবুক মহাকুমা কমিটির পক্ষ থেকে ৮দফা দাবির ভিত্তিতে করবুক আর ডি ব্লকের ভিডিও নিকট দাবি সনদ তুলে দেয়া হয়। দাবি সনদ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেলের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার করা সহ বাজেটে আরোপিত নতুন কৃষি শেষ প্রত্যাহার করতে হবে। ২০০ দিনের রেগার কাজ সহ ৩৪০টাকা মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে।রেগার কাজে ডোজার মেশিন লাগিয়ে শ্রমিকদের মজুরি হীন করা চলবে না। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী গরিব পরিবারগুলিকে,আগামী ছয় মাস ৭৫০০ টাকা করে প্রতিমাসে দিতে হবে।

প্রয়াণ দিবসে পন্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারী।। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এর প্রয়াণ দিবস আজ রাজ্যেও সমর্পণ দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।এ উপলক্ষে বিজেপির তরফ থেকে মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় কৃষ্ণনগর স্থিত বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে। আজ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস।দিবসটি সারা দেশের সাথে রাজ্যেও বিজেপি দলের পক্ষ থেকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় কৃষ্ণনগর স্থিত বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিন দলীয় নেতৃবৃন্দ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজিবি প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন বিজেপি পার্টির একাত্ম মানবতাবাদের প্রণেতা ছিলেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।তার প্রয়াণ দিবসে সারাদেশে সমর্পণ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।এর অঙ্গ হিসেবে দিবসটি রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি বলেন মোদীর নেতৃত্বে দেশ এক সঠিক দিশায় পরিচালিত হচ্ছে।

মানবতাবাদের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিন আলোচনা করতে গিয়ে বিজিবি প্রদেশ সভাপতি বলেন সাংগঠনিক শক্তি কে আরো মজবুত করার জন্য আজকের দিনে সকলকে শপথ গ্রহণ করতে হবে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় দলীয় নেতাকর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

ভৈরবী-সাইরাং রেল প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হওয়ার পরিকল্পনা রেলমন্ত্রকের ঃ উপূসী

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এক হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের পরিপ্রেক্ষিতে ভৈরবী-সাইরাং রেল প্রকল্পের কাজ যথাময়ে শেষ হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মিজোরামের রাজধানী শহর আইজলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ রেল যোগাযোগ সম্পন্ন হবে। জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধাকারিক শুভানন চন্দ।

এক প্রেস বিবৃতিতে এই খবর জানিয়ে শুভানন চন্দ জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের রাজধানী শহরকে ব্রডগেজ লাইনের মাধ্যমে সংযুক্ত করার যে পরিকল্পনা রেলমন্ত্রক নিয়েছে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে মিজোরামে ভৈরবী-সাইরাং নয়া রেলওয়ে লাইন নির্মাণের প্রকল্পটি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। তিনি বলেন, উন্নত রেল-যোগাযোগ ব্যবস্থা যে শুধু মিজোরামেরই আর্থিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তা নয়। এর ফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলই লাভবান হবে। রাজ্যের ব্যবসায়ীরা দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও নির্মাণ-শিল্পের সামগ্রীও বহু কম মূল্যের বিনিময়ে কিনতে পারবেন। আর তা সম্ভব হবে কার্যকর ব্যয় তথা পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে। রাজ্যের কৃষকরা কম দামে এবং কম সময়ে বাধ্যবাধকতার মধ্যে তাঁদের উৎপাদন-সামগ্রী বিভিন্ন রাজ্যের বিশাল বাজারে পাঠাতে পারবেন।

বিবৃতিতে মুখ্য জনসংযোগ আধাকারিক আরও বলেছেন, ২০০৮-০৯ সালে ভৈরবী-সাইরাং নয়া রেললাইন প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করেছিল। পুরো প্রকল্পটির দৈর্ঘ্য ৫১.৩৮ কিলোমিটার। প্রকল্পটির জন্য খরচ ধরা হয়েছে আনুমানিক ৫৫২১.৪৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটি রূপায়ণে ইতিমধ্যে ৩৭৬৩.৬৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সম্পূর্ণ এই রেলপথে সব মিলিয়ে ৫৫টি বড় এবং ৮৭টি ছোট আকারের সেতু তৈরি হবে। এছাড়া তৈরি হবে পাঁচটি রোড ওভারব্রিজ এবং ছয়টি রোড আন্ডারব্রিজ। কেবল তা-ই নয়, এই প্রকল্পে নির্মাণের স্বার্থে তৈরি হবে বেশ কয়েকটি সুরঙ্গ। সুরঙ্গের জন্য আনুমানিক মোট ১২,৬৩৯.২০ মিটার কাজ করতে হবে। ভৈরবী-সাইরাং ব্রডগেজ লাইন প্রকল্প নির্মাণের জন্য ৪৮৭.৪৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করার পাশাপাশি ৩৪৭.৮৯ কিউবিক মিটার আর্থওয়ার্ক সম্পন্ন হয়েছে। তিনি জানান, ভৈরবী থেকে থাকবে প্রধানত চারটি স্টেশন যথাক্রমে হরতকি, কাওয়াইনপুই, মুয়ালংখাং এবং সাইরাং। সাইরাং থেকে মিজোরামের রাজধানী আইজলের দূরত্ব খুব দূরে নয়।

শুভানন চন্দ আরও জানান, সম্প্রতি ২০২১-২২ অর্থবর্ষের যে বাজেট পেশ হয়েছে তাতে ভৈরবী-সাইরাং রেলপ্রকল্পের জন্য ১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজ যাতে দ্রুতগতিতে এগোতে পারে সেজন্যই আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, গত অর্থবর্ষ ২০২০-২১-এর বাজেটে ৪৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই অর্থ বরাদ্দের ফলে ২০২৩ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রেলমন্ত্রক।

মায়ানমারের সেনাকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মায়ানমারের সেনাবাহিনীর উপর চাপ সৃষ্টি করে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করার কথা ঘোষণা করল আমেরিকা। বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাফ জানিয়েছেন, মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানে জড়িতদের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে চলেছে তাঁর প্রশাসন। পাশাপাশি, গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও সামরিক জুন্টাকে কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় রয়েছে 'টাটমাডাও' বা বার্মিজ সেনার একাধিক কর্তা ও তাঁদের পরিবারের লোকজন। এর ফলে আমেরিকায় তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হবে। একইসঙ্গে, মায়ানমারে স্বাস্থ্য ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সরঞ্জাম ছাড়া অন্য পণ্যের রফতানি বন্ধ করতে পারে ওয়াশিংটন। চলতি সপ্তাহের শেষের দিকেই নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা বার্মিজ সেনকর্তাদের নাম প্রকাশ করা হবে বলে খবর। এই বিষয়ে বাইডেন বলেন, "আমি বার্মিজ সেনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন দ্রুত সু কি-সহ সকল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতাদের দ্রুত মুক্তি দেয়।"

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ মায়ানমারের দখল নেয় সর্বশক্তিমান 'জুন্টা'। সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দি হন নোবেলজয়ী রাষ্ট্রপ্রধান আং সান সু কি, প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট-সহ অনেকেই। সেনা জানায়, আপাতত এক বছরের জন্য ক্ষমতা দখল করেছে তারা। সেনার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন হাজার হাজার গণতন্ত্রকামী মানুষ। এহেন পরিস্থিতিতে দেশটির সেনাবাহিনীর উপর আমেরিকার চাপ সৃষ্টি করে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

পুর নিগমে

● প্রথম পাতার পর

কমিটি কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রমা দাস বলেন,গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আগরতলা পুর এলাকার চারটি জোনাল অফিসে বিভিন্ন দাবিতে নারী সমিতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ১২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার কেন্দ্রীয়ভাবে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের কাছে পুর এলাকার সবকটি ওয়ার্ডের নারীদের নিয়ে ডেপুটেশন স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।নারীর সমিতির কেন্দ্রীয় আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই রাজ্যে এ ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে রমাদাস অভিযোগ করেন রাজ্যে বর্তমানে কাজ ও হাতের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গোটা দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যেও শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারিয়েছেন। বিশেষ করে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের কাছে সংকট ঘনিয়ে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসংস্থান তথ্যতে এসব বিষয়ে স ভাবে বলা হয়েছে। দেশের কোটি কোটি মানুষ করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার করোনা পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে কর্পোরেট মালিকদের হতে তুলে দিয়েছে। দেশের কল-কারখানা ফ্যাক্টরি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিক ও তাদের কাজ হারিয়ে দিশেহারা।

আমাদের রাজ্যে সরকার সামাজিক ভাতা২০০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনো পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। অনেকের সামাজিক পাতা কেটে নেওয়া হয়েছে।অবিলম্বে তাদের ভাতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছেন সারা

ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রমা দাস। শুক্রবার আগরতলা পুর নিগমের কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে রাজধানীর আগরতলা শহরে মিছিল সংঘটিত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

টিএনভি কলোনী (অলয়ছড়া বজার- এনএইচ-৪৪)- বিবি রোড ভায়া শান্তিরবাজার রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত সড়কের উদ্বোধন করেন। এই সড়কটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫ কোটি টাকা। এই দুটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ডা. পি কে গোয়েল ও জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এরপর উপমুখ্যমন্ত্রী কমলপুরে ৩৩/১১, ২অ৮ এম ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন সাবস্টেশনের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব, ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ, দুর্গা চৌমুহনী ও সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যথাক্রমে সম্পা দাস, সুজিত বিশ্বাস, বিএসি'র চেয়ারম্যান কুমার হালাম ও বিমল দেববর্মা এবং ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে। এইজন্য বিদ্যুৎ নিগম সহ বিদ্যুৎ দপ্তরকে কমলপুরবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

আগরতলা

● প্রথম পাতার পর

জানানো হয়।চারলেনের কাউন্সিলর সুতপা হোম চৌধুরী বিষয়টি মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে জানান।পুলিশ মহিলা কমিশন এবং চাইল্ড লাইনের যৌথবাহিনী আইজিএম হাসপাতালে নিতে এসে শিশুসহ এই মহিলাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন।তারা যখন শিশুকে সেখান থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন তখন ঐ মহিলার আসল রূপ বেরিয়ে আসে।মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী জানান তার কাছে চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে ফোন করে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। খবর পেয়ে তিনি নিজে আইজিএম চৌমনী তে আসেন।এখানে এসে তিনি লক্ষ্য করেন ওই মহিলা যে আচার আচরণ করছেন তাতে তিনি মোটেই মানসিক ভারসাম্যহীন নন। কেন ওই মহিলা এ ধরনের আচরণ করেছেন সে সম্পর্কে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এর বোধগম্য হচ্ছে না।তিনি জানান ওই মহিলার যদি বাড়িঘর না থেকে থাকে বা বাড়িঘরের যেতে কোন অসুবিধা থাকে তাহলে তাকে হোমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।আইসিএম চৌমুহনীতে শিশু এবং তার মাকে উদ্ধার করে পশ্চিম থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

চোখের চিকিৎসা করার ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। শিশুমৃত্যু, প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার এই সময়ে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তিনি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি এলাকার মানুষকেও দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন।

ভয়াবহ

● আটের পাতার পর

পর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়েন। মুনাফ মিয়ার বসত ঘরে থাকা দুটো বাইকের মধ্যে একটি বাইকে ঘারে লক থাকায় এলাকাবাসী সেটিকে বের করতে পারেননি, সেই বাইকের পেট্রোল ট্যাঙ্ক ও ব্লাস্ট করে।

মোটরবাইক সহ সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফার্মে থাকা প্রায় চারশো বয়লার মুরগি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক ধারণা প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা হবে বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়। যদিও ভোর-সকালে এই অগ্নিসংযোগ কিভাবে হলো তা কেউই বলতে না পারলেও ব্রয়লার ফার্ম থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে এলাকাবাসী সবাই এক বাক্যে স্বীকার করছেন । অগ্নিসংযোগের ঘটনায় রিক্ত হস্ত হয়ে পথে বসার মতো উপক্রম হয়ে গেছে গোটা পরিবারটি।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে ত্রিপুরা কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এবং অপরদিকে ত্রিপুরা সরকারের কৃষি কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় এই দু:সময়ে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং মোনাফ মিয়ার পরিবার কে আর্থিক ভাবে সাহায্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে ওনার এক ছেলে সহ কয়েকজন হতভম্ব হয়ে অজ্ঞান হয় পড়েন। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিস্তর

● প্রথম পাতার পর

লোকটিকে ধাওয়া করে। লোকটি তার ব্যাগটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পলায়ন করে। ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৩১৫টি ইয়াবা টেবলেট, এক কেজি গাঁজা, ২৬টি কন্টেইনারে ব্রাউন সুগার, ১০ বোতল ফেন্সিডিল এবং সাবানের মতো কোটায় হেরোইন। যেগুলির কালোবাজার মূল্য ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৫ টাকা। এই নেশার সামগ্রী বিএসএফের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

অসম পুলিশে ডিএসপি পদে নিয়োগ পেলেন স্প্রিন্টার হিমা দাস

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারী।। অসম পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ পদে নিয়োগ পেলেন স্প্রিন্টার হিমা দাস। বুধবার রাতে একটি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়ালের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়েছিল। সরকারের মুখপাত্র ও শিল্পমন্ত্রী চন্দ্র মোহন পাটোওয়ারি সাংবাদিকদের বলেন, মন্ত্রিসভা পুলিশ, আবগারি, পরিবহন ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে ক্রীড়াবিদদের ক্লাস -১ এবং ক্লাস -২ অফিসার পদে নিয়োগ করে রাজ্যের ক্রীড়া নীতি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি আরও জানান, বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে হিমা দাসকে অসম পুলিশে ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হবে। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস এবং কমনওয়েলথ গেমসে পদক জয়ীদের প্রথম শ্রেণির আধিকারিক হিসাবে নিয়োগ করা হবে। ''ধিং এক্সপ্রেস'' নামে খ্যাত ২০ বছরের হিমা ভারতের প্রথম অ্যাথলিট যিনি যে কোনও পর্যায়ের বিশ্ব চ্যাম্পিনশিপের ট্র্যাক ইভেন্টে সোনা জিতেছেন। ২০১৮ সালের অনূর্ধ ২০ জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, ফিনল্যান্ডের ট্যামপেয়ারে, মহিলাদের ৪০০ মিটারে রুপো পদক জিততে সময় নিয়েছেন ৫১.৪৬ সেকেন্ড। ২০১৮ জাকার্তা, এশিয়ান গেমসে তিনি মহিলাদের ৪০০ মিটারে রুপো পদক এবং মহিলাদের ৪ অ ৮০০ মিটারে রিলে ও ৪*৪০০ মিটার মিক্সড রিলেতে সোনা জিতেছেন।

যুবভারতীতেই AFC কাপের ম্যাচ আয়োজনের জন্য বিড করবে এটিকে মোহনবাগান

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারী।। শুধু জঙ্খ কাপে খেলাই নয়। জঙ্খ কাপের যে গ্রুপে এটিকে মোহনবাগান রয়েছে, অর্থাৎ সেই গ্রুপ 'ডি'র সব খেলাই কলকাতায় করার জন্য এএফসিতে 'বিড' করতে চলেছে এটিকে মোহনবাগান। একই ভাবে চ্যাম্পিয়ন্সলিগের খেলা গোয়াতে করার জন্য বিড করার পরিকল্পনা নিয়েছে এফসি গোয়া। বেঙ্গালুরু এফসিও চাইছে এএফসিকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের খেলা বেঙ্গালুরুতেই করতে। কিন্তু বাংলার ফুটবলপ্রেমী মানুষের জন্য অবশ্যই আগ্রহের বিষয় এটিকে মোহনবাগানের এএফসি কাপের সব ম্যাচ কলকাতায় খেলা। যদিও বিড করার পর এটিকে মোহনবাগান এএফসি কাপে গ্রুপ 'ডি'র আয়োজক হতে পারবে কি না, তা পুরোটাই নির্ভর করছে এএফসির উপর।করোনা আবহাওয়ায় এএফসি কাপে দলগুলিকে হোম-অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে খেলিয়ে কোনোওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না এএফসি। এফএসডিএল যেভাবে একটি ভেনুতে ১১ টি দলকে একসঙ্গে নিয়ে জ্জছজ্র-এর আয়োজন করেছে, করোনার প্রকোপ থেকে ফুটবলারদের রক্ষা করার জন্য এফএসডিএলের এই মডেল সর্বত্র প্রশংসিত। কিছুদিন আগে গত মরশুমের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বাকি খেলাগুলো একটি ভেনু হিসেবে শুধু কাতারেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এই মরশুমের এএফসি কাপের খেলা শুরুর আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, যাই হবে পুরোটাই 'সেন্ট্রালাইজড' করা হবে। সেই সূত্রেই এটিকে মোহনবাগান ঠিক করেছে, গ্রুপের ম্যাচগুলি কলকাতায় যুবভারতীতে করার জন্য বিড করা হবে।এএফসি কাপে 'সাউথ জোনে' গ্রুপ 'ডি'-তে রয়েছে এটিকে মোহনবাগান, বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস এবং মালদ্বীপের মাজিয়া এফসি। এর সঙ্গে খেলতে হবে প্লে-অফ রাউন্ডের উইনারের সঙ্গে। বেঙ্গালুরু এফসিকে কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলতে হলেও এটিকে মোহনবাগান খেলবে সরাসরি এএফসি কাপে। যদিও গ্রুপে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের দল থাকায় এটিকে মোহনবাগান কর্তারা আশাবাদী, পরের রাউন্ডে যেতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। আর এবার যেহেতু এএফসি কাপে খেলার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, তাই পুরো সবুজ-মেরুন শিবির প্রচণ্ডভাবে সিরিয়াস হয়ে উঠেছে এএফসি কাপ নিয়ে।আপাতত ঠিক হয়েছে, বিড পেপারে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনকেই এএফসি কাপের ভেনু হিসেবে দেখানো হবে। সেক্ষেত্রে নবরূপে সজ্জিত কিশোরভারতী স্টেডিয়ামকে প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড হিসেবে দেখানো হবে। আপাতত আইএসএলে যেভাবে ছুটছে হাবাসের দল, তাতে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মতো কর্তারাও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। আর তারপরেই শহরে এএফসি কাপের পুরো গ্রুপের খেলার আয়োজন করলে তা অন্য মাত্রা যোগ করতে পারে। সেই কারণেই এএফসি কাপের ম্যাচ আয়োজনের বিড করার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন কর্তারা।বিডে জিতে কলকাতায় এএফসি কাপের ম্যাচ আয়োজন করতে পারলেও স্টেডিয়ামে দর্শকদের প্রবেশের জন্য সেই তাকিয়ে থাকতে হবে এএফসির দিকেই। তবে করোনার প্রকোপ থেকে ফুটবলারদের রক্ষা করার জন্যই যেহেতু এক একটি গ্রুপকে সেন্ট্রালাইজড করার ভাবনা, তাই মাঠে দর্শক প্রবেশ করতে পারবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে মাচ আয়োজনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হতে পারে বাংলায় নির্বাচন। এএফসিতে সবুজ-মেরুনের খেলা পড়বে মে'তে। যদি সেই সময় বাংলায় নির্বাচন জনিত কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে ম্যাচ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বিড করার আগে এই দিকটাও ভেবে দেখছেন সবুজ-মেরুন কর্তারা।

মিনি নিলামের আসরে তিন বিদেশির দিকে কেকেআরের

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারী।। আইপিএলে শাহরুখ খানের ফ্রাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স খুবই পরিচিত নাম। আইপিএলের আসরে দুইবার ট্রফিও জিতেছে তারা। তবে, ২০১৪ সালের পর তারা একবারও ট্রফির দেখা পায়নি। আরব আমিরশাহি তে গত আইপিলের আসরে পঞ্চম স্থানে শেষ করেছে তারা। খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি শাহরুখের ফ্রাঞ্চাইজি। মাঝপথে অধিনাকত্ব ছেড়েছেন দীনেশ কার্তিক। তার জায়গায় অধিনায়ক করা হয়েছে ইয়ান মর্গ্যান কে। আবারও শুরু হতে চলেছে আইপিএলের আসর। বিসিসিআই দেশের মাটিতে আইপিএলের আয়োজন করতে তত্পর। তার জন্যেই আগামী ১৮ তারিখ চেন্নাইয়ে বসছে আইপিএলের মিনি নিলামের আসর। সেখানে এবারে সবথেকে কম বাজেট নিয়ে দল গোছাতে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, তারা আবার দুটি বিদেশি খেলোয়াড় নেওয়ার জন্য ঝাঁপাতে চলেছে। সেই দুইজন বিদেশি নেওয়ার জন্য কেকেআরের নজরে রয়েছেন তিন খেলোয়াড়। সেই তিন খেলোয়াড় হলেন তরুণ অজি স্পিনার তানবীর সাঙ্ঘা, নিউজিল্যান্ডের মারকুটে ব্যাটসম্যান কলিন মুনরো, এবং বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান। যদিও শাকিব এর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন। তানবীর সাঙ্ঘা নামটি অপরিচিত হলেও এই অজি স্পিনার নজর কেড়েছেন বিগ ব্যাশ লিগে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই অজি স্পিনার বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডার্সের হয়ে ১৫ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়েছেন। তার স্ট্রাইক রেট ১৩.৫। কলিন মুনরো অত্যন্ত পরিচিত নাম। বিশ্বের অন্যতম মারকুটে ব্যাটসম্যানের মধ্যে একজন। নিউজিল্যান্ডের এই তারকা ব্যাটসম্যান ২৮৫ টি টোয়েন্টি ম্যাচে ৬৯৫৬ রান করেছেন এবং তার স্ট্রাইক রেট ১৪৩.২৪। সদ্য সমাপ্ত বিগ ব্যাশ লিগে ১৪ ইনিংসে ৪৪১ রান করেছেন মুনরো। তাই কেকেআরের নজর থাকবে তার দিকে।পাশাপাশি রয়েছেন শাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার। যিনি এখন বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার। তিনি আগেও খেলেছেন কেকেআরে। সম্প্রতি তিনি নির্বাসন কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরেছেন। এবং নজর কেড়েছেন। তাই শাকিবের দিকে নজর থাকবে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

খেতাবি দৌড় থেকে ছিটকে যাইনি জিতে বলে দিলেন জিদান

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারী।। গত সপ্তাহেই প্রশ্ন উঠেছিল, বের্নাবাউয়ে আর কত দিন মেয়াদ রয়েছে তাঁর? মঙ্গলবার লা লিগায় খেতাফের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয়ের পরে জিনেদিন জিদান শুনিয়ে দিলেন, তাঁর দল খেতাবি দৌড় থেকে কোনও অবস্থাতেই ছিটকে যায়নি। বরং অপেক্ষা করে রয়েছে আরও অনেক চমক। ২২ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের দুই নম্বরে উঠে এসেছে গতবারের লা লিগা জয়ীরা। তিন নম্বরে থাকা বার্সেলোনার ২১ ম্যাচে পয়েন্ট ৪৩। যদিও ম্যাচে প্রথম গোল পাওয়ার জন্য ৬৬ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে। করিম বেঞ্জেমা গোল করার পরেই রিয়ালের খেলার ধরন পাল্টে যায়। ছয় মিনিটের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে যান ফের্লান্দ মেন্দি। কিন্তু তার চেয়েও বড় বিষয়, মঙ্গলবার রিয়ালকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কৌশলে খেলালেন জিদান। রাতারাতি ৩-৪-৩ প্রথায় দলকে সাজান তিনি। যা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়েছে স্পেনীয় সংবাদমাধ্যমে। ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠকে সেই নতুন কৌশল নিয়ে প্রশ্ন উড়ে আসে জিদানের দিকে। যাঁরা নিয়মিত রিয়ালের অনুশীলন বা খেলার ধরনের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা কখনও দেখেননি জিজু তাঁর দলকে ৩-৪-৩ প্রথায় খেলাচ্ছেন। তা হলে এটাই কি তাঁর নতুন চমক? জিদান বলেছেন, ''তা কিছুটা বলা যেতেই পারে। আমরা যে এই ছকে খুব অনুশীলন করেছি, তা-ও কিন্তু নয়। তবে আমার মনে হয়েছিল, রিয়াল দলটাকে সংহত করতে হলে প্রথাগত কৌশল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এতে মাঠে অনেকটা জায়গা নিয়ে ফুটবলাররা পাসিং ফুটবল খেলেছে। প্রতিপক্ষও আমাদের সামনে খুব একটা বাধা তৈরি করতে পারেনি।'' বরং রসিকতা করেই তিনি যোগ করেন, ''এখন তো দেখছি, যে ছকে দল আদৌ অভ্যস্ত নয়, তাতেই অনেক বেশি সপ্রতিভ ফুটবল উপহার দিয়েছে বেঞ্জামারা। এ বার থেকে তা হলে আমাকে আরও কিছু নতুন কৌশলের উদ্ভাবন করতে হবে।'' যদিও জিদান এই ইঙ্গিতও দিয়েছেন, রবিবার ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে এই রণনীতি ফের পাল্টে যেতে পারে। তাঁর কথায়, ''ম্যাচের গুরুত্ব বুঝে দলকে খেলতে হবে। আমি তা নিয়ে আগাম কোনও মন্তব্য করতে রাজি নই।

বিরাট কোহালিদের স্বস্তি, দ্বিতীয় টেস্টে বাদ পড়তে পারেন জেমস অ্যান্ডারসন

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারী।। এক ওভারেই ছিটকে দিয়েছিলেন শুভমন গিল এবং অজিঙ্ক রাহানের স্টাম্প। সেই স্পেলেই নিয়েছিলেন ঋষভ পন্থের উইকেট। ম্যাচ বাঁচানোর লড়াই থেকে ভারতকে প্রায় একাই ছিটকে দিয়েছিলেন জেমস অ্যান্ডারসন। তার পরেও সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে তিনি খেলবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। ইংল্যান্ড দলে পেসারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হয় বিশ্রাম দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে অ্যান্ডারসন এবং স্টুয়ার্ট ব্রডকে এক সঙ্গে খেলানো হয় না বহু দিন। অ্যান্ডারসন বলেন, ''পর পর টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। বিশ্রামের প্রয়োজন।'' আর ৯টি উইকেট নিতে পারলেই টেস্টে সব চেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার তালিকায় ৩ নম্বরে উঠে আসবেন ইংরেজ পেসার। টপকে যাবেন ৬১৯ উইকেটের মালিক অনিল কুম্বলেকে। সেই সব নিয়ে যদিও এখনই ভাবতে রাজি নন ৩৮ বছরের অ্যান্ডারসন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিরুদ্ধে অ্যান্ডারসন না ব্রড, কাকে বেছে নেবে ইংল্যান্ড, তা এখনই জানাতে পারেননি ইংল্যান্ডের কোচ ক্রিস সিলভারউডও। তিনি বলেন, ''অ্যান্ডারসনকে দলের বাইরে রাখা কঠিন, তবে দেখা যাক কাকে বেছে নেওয়া হয়। বিশ্রামের কথাটাও ভাবতে হবে। এখনই এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।'' ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড দলে গ্লাভস হাতে জস বাটলারের বদলে দেখা যেতে পারে বেন ফোকসকে।

উত্তরাখণ্ডের ক্রিকেট দল নির্বাচনে ধর্মীয় গোঁড়ামির অভিযোগ, পালটা জবাব ওয়াসিম জাফরের

নয়াদিল্লী, ১১ ফেব্রুয়ারী।। প্রাক্তন জাতীয় দলের তারকা তথা রনজি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ওয়াসিম জাফরের বিরুদ্ধে সম্প্রতি উঠেছিল ধর্মীয় গোঁড়ামির অভিযোগ। তিনি নাকি উত্তরাখণ্ডের ক্রিকেট দলে মুসলিম খেলোয়াড়দের অতিরিক্ত সুবিধা দিচ্ছেন। দল নির্বাচনেও তাঁদেরই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। এমনকী দলের অনুশীলনে মৌলবীকেও নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই সমস্ত অভিযোগ নিয়েই এবার মুখ খুললেন ওয়াসিম জাফর। স্পষ্ট জানালেন এই ধরনের কাজ তিনি কখনওই করেননি। জ্জঞ্জজ্র-এ কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডের কোচের পদেও আসীন ছিলেন জাফর। কিন্তু বিজয় হাজারে ট্রফির আগেই কোচের পদ থেকে ইস্তফা দেন। জানান, ব্যক্তিগত কারণেই সরে দাঁড়াচ্ছেন। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামি, দল নির্বাচনে হস্তক্ষেপ, অনুশীলনে মৌলবীকে ডাকার অভিযোগ আনেন উত্তরাখণ্ড ক্রিকেট সংস্থার সচিব মহিম ভার্মা। যা সামনে আসার পরই রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় ক্রিকেটমহলে। শেষপর্যন্ত জাফর নিজেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন। প্রথমেই তিনি বলেন, ''আমার বিরুদ্ধে ধর্মীয় গোঁড়ামির যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা খুবই দুঃখজনক। আমি নাকি ইকবাল আবদুল্লাকে অধিনায়ক করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমি জয় বিস্তকে অধিনায়ক করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রিজওয়ান শামসাদ এবং অন্যান্য নির্বাচকরাই আমাকে ইকবালকে অধিনায়ক করার কথা বলেন। কারণ ইকবাল আবদুল্লার আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতাও ছিল, তাছাড়া ও দলের অন্যতম সিনিয়র খেলোয়াড়। আমিও তাতে রাজি হয়ে যাই।'' এরপরই অনুশীলনে মৌলবীকে আনার প্রসঙ্গে বলেন, ''আমি কখনওই কোনও মৌলবী বা মৌলানাকে অনুশীলনে ডাকিনি। শুক্রবার করে প্রার্থনা করার জন্য তাঁকে দেরাদুনের ক্যাম্পে ডেকেছিল ইকবাল আবদুল্লা। সেটাও আমার এবং ম্যানেজারের অনুমতি নেওয়ার পর।'' এখন দেখার আগামিদিনে এই ঘটনার জল কতদূর গড়ায়?

মাথায় ডার্বি, এসসি ইস্টবেঙ্গল কার্ড সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে

শুক্রবার হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। বলের দখল রেখে খেলা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের দখল থেকে বল না ছাড়ার রণকৌশল নিয়ে খেলতে চাইছে লাল হলুদ। এসসি ইস্টবেঙ্গলের সহকারি কোচ টনি গ্রান্ট বলেন, ''প্লে অফে যেতে গেলে এই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেতেই হবে আমাদের। আমরা ভাল ফুটবল খেলছি প্রথম থেকেই। তবে আমাদের আরও ভাল খেলতে হবে।''দলের পাঁচ জন ফুটবলার তিনটি হলুদ কার্ড দেখে বসেছেন ইতিমধ্যেই। হায়দরাবাদের পর এসসি ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ এটিকে মোহনবাগান। তাই এই ম্যাচে হলুদ কার্ড পেলে ডার্বিতে খেলতে পারবেন না সেই ফুটবলার। এই সমস্যা স্বীকার করে নিয়ে গ্রান্ট বলেন, ''এই ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার নেই। আশা করব শুক্রবারের ম্যাচে এরা সতর্ক থাকবে বাজে ফাউল করে কার্ড দেখবে না। যদি তাও কার্ড দেখে তবে আমাদের দলে বিকল্প বেশ কিছু ফুটবলার আছে, যারা ডার্বির মতো ম্যাচে নিজেদের প্রমাণ করতে মুখিয়ে থাকবে।''লিগ টেবিলের চার নম্বরে থাকা হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সতর্ক এসসি ইস্টবেঙ্গল সহকারী কোচ। তিনি বলেন, ''ওদের দলে বেশ কিছু ভাল তরুণ ফুটবলার আছে। আগের পর্বের ম্যাচে খারাপ খেলে হারতে হয়েছে আমাদের। আমার মনে হয় ম্যাচটা বেশ ভাল হবে।''দলে নতুন দুই ফুটবলার সৌরভ দাস ও সার্থক গলুইয়ের খেলার প্রশংসা করেন গ্রান্ট। তিনি বলেন, ''ওরা প্রথম ম্যাচ হিসেবে যথেষ্ট ভাল খেলেছে। তবে ওদের আরও উন্নতি করতে হবে। সুযোগ পেলে তাকে কাজে লাগাতে হবে।'

CORRIGENDUM

Please read **"Deadline for online bidding:- 25/02/2021"** instead of **"Deadline for online bidding:- 14/02/2021"** as circulated vide this office Memo No: F.EE/Rig/W/7(7)/P-X11/3784-3816 dt.04/02/2021.
All other terms and condition shall remained as unchanged.
For details please visit **www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact 0381-232-0699**
PNIeT No.-24/EE/RIG/2020-21. DN1eT No. 20/EE/R1G/2020-21.

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Rig Division,
P.N.Complex, Agartala

ICA-C-3158/21

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. e-PT-XXXIXIEE/ RD/STB/2020-21, Dated-04102/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura **'the Executive Engineer, R.D Santirbazar Division, Santirbazar, South Tripura'** invites **percentage rate Two Bid System e-tender** in PWD Form no-7 **up to 3:00 P.M.** on **17/02/2021** for 02 (Two) no Censtruction works at various location under the jurisdiction of RD Santirbazar Division. For details visit website **https://tripuratenders.gov.in** and contact at M-8787450077 / 7005841976. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar, South Tripura

ICA-C-3147/21

NOTICE INVITING e-TENDER NO. :- 29/EE(AGRI)/S/2020-21

Sl. No	Description of work	Estimated Cost	Earnest money	Last date of e-bidding	Date of opening	Time of completion
1.	Operation, running maintenance and repairing of Plant & Machinery of 2000 M.T capacity Multipurpose Cold Storage at Udaipur during the season:-2021(2nd call). (DNIT NO.62 /EE/AGRI/SOUTH/2020-21)	Rs.4,35,940.00	Rs.4359.00	18/02/2021 upto 10.00 AM	18/02/2021 on 11.00 AM	09(Nine) months
2.	Operation, running maintenance and repairing of Plant & Machinery of 1000 M.T capacity Multipurpose Cold Storage at Amarpur during the season:-2021(2nd Call). (DNIT NO.63 /EE/AGRI/SOUTH/2020-21)	Rs.3,63,732.00	Rs.3637.00			

For details, please visit website www.tripuratenders.gov.in and contact 03621-222486.

(Er. P. Debbarma)
Executive Engineer(South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
Udaipur,Gomati Tripura.

ICA-C-3156/21

দিনদয়াল উপধ্যায়ের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

ইম্পিচমেন্টের শুনানি ঃ ক্যাপিটল হিলের হিংসায় যুক্ত ছিলেন ট্রাম্প, তথ্য দিয়ে দাবি ডেমোক্র্যাটদের

ওয়াশিংটন, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে হিংসার ঘটনায় প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রসিকিউটররা। ইম্পিচমেন্টের শুনানিতে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে ডেমোক্র্যাট প্রসিকিউটরা ট্রাম্পকে ওই হামলার প্রধান উস্কানিদাতা হিসেবে উল্লেখ করেন।

স্থানীয় সময় বুধবার দুপুরে মার্কিন সিনেটের প্রবীণতম সদস্য প্যাট্রিক লেহির সভাপতিত্বে ইম্পিচমেন্ট আদালতের দ্বিতীয় দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। সেখানে ক্যাপিটল হিলে হামলার ছবি ও ভিডিওসহ নতুন সব তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রসিকিউটরা।তারা ওই হামলার জন্য সরাসরি ট্রাম্পকে দায়ী করেন। প্রসিকিউটর দাবি করেন, ট্রাম্প সেদিন হামলাকারীদের উস্কে দিয়ে কংগ্রেস সদস্যদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেন। খবর বিবিসি ও আল জাজিরার।

ডেমোক্র্যাট প্রসিকিউটর স্ট্যাসি প্লাকেট তথ্য প্রমাণ তুলে ধরে বলেন, পরাজিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্বেচ্ছায় এই হিংসাকে উৎসাহিত করেছেন। এই কাজে রিপাবলিকান দলের শীর্ষ নেতারাও তাকে সহায়তা করে। প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সকে উস্কানির জন্য দোষারোপ করেন এই ডেমোক্র্যাট প্রসিকিউটর।

ইম্পিচমেন্ট আদালতে এ সময় আগে দেখা যায়নি এমন ছবি-ভিডিও চিত্রের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রেকর্ড উপস্থাপন করে ক্যাপিটল হিলে হামলার ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। ভিডিওতে ক্যাপিটলে সহিংসতার ছবি ও দাঙ্গার কিছুক্ষণ আগে একদল সমর্থকের উদ্দেশ্যে ট্রাম্পের দেওয়া ভাষণের ক্লিপ তুলে ধরা হয়। ক্লিপে দেখা যায়, ৩ নভেম্বরের নির্বাচনী পরাজয় উল্টে দেওয়ার জন্য ট্রাম্প সমর্থকদের লড়াই করার আহ্বান জানাচ্ছেন।

প্রসিকিউশন দলের অন্যান্য সদস্যও তাদের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে ভিডিও চিত্র, ট্রাম্পের টুইট বার্তা, ক্যাপিটল পুলিশের গোপন নিরাপত্তা বার্তাসহ ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকদের তাণ্ডবের তথ্য স্লাইড শোতে প্রদর্শন করেন।

প্রসঙ্গত, গত ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল হিলে হিংসার ঘটনায় ট্রাম্প তার সমর্থকদের উসকে দিয়েছেন-এমন অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। যদিও ট্রাম্প বরাবরই বলে আসছেন হামলার ঘটনায় তার কোনো দায় নেই।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে খিলপাড়ায় নিঃস্ব পরিবার, পুড়ল মোটরসাইকেলও

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবার নি:স্ব হয়ে গেলো। ঘটনা উদয়পুর আর কে পুর থানার খিলপাড়া জোড়া দিঘীব পাড় এলাকায়। আজ সকাল আনুমানিক পাঁচটায় জোড়া দিঘির দক্ষিণ মধ্য পাড়ের মুনাফ মিয়ার বাড়ির ব্রয়লার ফার্মের থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রতিবেশীদের অনুমান। আগুন প্রথমে পোল্ট্রি ফার্ম থেকে পার্শবর্তী রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা রান্না ঘরে ছড়িয়ে পড়লে, রান্না ঘরে থাকা দুটি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়ে আগুন মুহূর্তের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।আগুনের লেলিহান শিখায় বসত ঘর সহ তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর দেয়া হয় উদয়পুর দমকল কর্মীদের। পরপর কয়েক জন ফোন করে দমকল কর্মীদের বিভ্রান্ত করে বলে দমকল কর্মীদের অভিযোগ।

দমকলকর্মীরা বলেন কেউ ফোনে বলেছেন ভাঙার পাড় এলাকায় আবার কেউ বলেছেন শীতলাতলা এলাকায়।এই বিভ্রান্তির মধ্যে দমকল কর্মীরা খিলপাড়া বাজারে চলে আসে। প্রকৃত স্থানে পৌঁছতে একটু সময় লেগে যায়। ব্রয়লার ফার্ম থেকে বসত ঘরে আগুন লাগলেও ঐ বসত ঘরে মুনাফ মিঞার ছেলে ও ছেলের বউ ছিলোনা- বউমার বাবার বাড়ির পাশে ওয়াজ মাহফিল থাকায় রাতে বাড়ি আসেননি- ফলে বসত ঘর থেকে আগুন মূহুর্তের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেকক্ষণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশ এখন গৌরবের সঙ্গে বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দেশ এখন গৌরবের সঙ্গে বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে। একইসঙ্গে আত্মনির্ভর ভারত অভিযান দেশের গ্রাম-দরিদ্র, কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্তদের ভবিষ্যত গড়ার মাধ্যম হয়ে উঠছে। বৃহস্পতিবার পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দীনদয়াল উপাধ্যায়ের পুণ্যতিথি উপলক্ষ্যে বিজেপি কার্যকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই দিন "সমর্পন দিবস" হিসেবে উদযাপন করে বিজেপি। এদিনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজ আমরা সবাই দীনদয়াল উপাধ্যায়জির পুণ্যতিথিতে তাঁর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার জন্য একত্রিত হয়েছি। আমরা তাঁকে নিয়ে যত ভাবনাচিন্তা করি, যত কথা বলি অথবা শুনি, আমরা আরও সতেজতা অনুভব করি। দীনদয়াল উপাধ্যায়জি আমাদের সর্বদা প্রেরণা দিয়েছেন। বর্তমানেও তাঁর বহু চিন্তাভাবনা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতেও প্রাসঙ্গিক থাকবে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যেখানেই মানবতার কল্যাণের কথা হবে, দীনদয়ালজির একাত্ম মানব দর্শন প্রাসঙ্গিক থাকবে। ক্ষমতার শক্তিবলে আপনি সীমিত সম্মানই পাবেন, কিন্তু বিদ্যবানের সম্মান সর্বত্রই থাকে। দীনদয়াল উপাধ্যায়জি এই চিন্তাধারার জীবন্ত উদাহরণ। করোনা পরিস্থিতিতে দেশ অন্ত্যোদয়ের চেতনাকে সামনে রেখেছিল, আত্মনির্ভরতা থেকে একাত্ম মানবতার দর্শনকেও সিদ্ধ করেছে।' প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, '১৯৬৫ সালে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়, অস্ত্রের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল ভারতকে। সেই সময় দীনদয়ালজি বলেছিলেন, শুধুমাত্র কৃষি নয়, প্রতিরক্ষা এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও সাবলম্বী একটি দেশ হিসেবে উন্নীত করতে হবে ভারতকে। বর্তমানে, প্রতিরক্ষা করিডোর তৈরির সাক্ষী থাকছে ভারত, দেশে তৈরি হচ্ছে অস্ত্র এবং তেজসের মতো যুদ্ধবিমান। এখন আত্মনির্ভর ভারত অভিযান দেশের গ্রাম-দরিদ্র, কৃষক, শ্রমিক এবং মধ্যবিত্তদের ভবিষ্যত গড়ার মাধ্যম হয়ে উঠছে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'উজ্জ্বলা যোজনা, জনধন একাউন্ট, কিসান সম্মান নিধি, প্রতিটি বাড়িতে শৌচালয়, প্রতিটি গরিবের নিজস্ব বাড়ি, এখন দেশ গৌরবের সঙ্গে বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশে যখন এতটা ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে, বিশ্বে ভারতের মাথা উঁচু হচ্ছে।' মহাপুরুষদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মহাপুরুষদের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরে অত্যন্ত গর্ব হচ্ছে। আমাদের বিচারধারা দেশভক্তিকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়, এজন্য গর্ব হয়। দেশই প্রথম, এটাই আমাদের বিচারধারা।'

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন জাফর

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা এই সমস্ত অভিযোগ নিয়েই এবার মুখ খুললেন ওয়াসিম জাফর। স্পষ্ট জানালেন এই ধরনের কাজ তিনি কখনওই করেননি। দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় ক্রিকেটে বিভিন্ন রাজ্যের হয়ে ব্যাট হাতে পারফর্ম করে গিয়েছেন ওয়াসিম জাফর। কয়েকবছর আগেই অবসর নেওয়ার পরে তিনি উত্তরাখণ্ডের রঞ্জি দলের হেড কোচ হিসেবে পদত্যাগ করেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে উঠেছে এক গুরুতর অভিযোগ। যার নিয়ে সাফাই দিলেন ওয়াসিম জাফর।

জাফরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ। কেউ বলেছেন বায়ো বাবলে থাকতে তিনি নাকি মৌলভীর সাহায্য চেয়েছিলেন। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও তিনি নাকি মুসলিম ক্রিকেটারদের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এইসব অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বললেন অত্যন্ত "ক্ষুদ্র" বিষয় এগুলি।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে মুখ খুলে জাফর বলেন '' আমার বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগগুলো খুব গুরুতর।আমার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা খুব দুঃখজনক।সেই কারণেই এসব কুৎসার বিরুদ্ধে কথা বলতেই আমার এখানে আসা। আপনারা তো অনেকদিন থেকেই আমাকে জানেন,আপনারা আশা করি আমাকে খুব ভাল করেই চেনেন। আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে কোন সাজেশান আমি নিইনি।যারা সৈয়দ মুস্তাক আলিতে খেলেছে প্রত্যেককে আমি আমার বিশ্বাসের উপর ভরসা রেখে খেলিয়েছি।শেষ ম্যাচের জন্য সামাদ ফাল্লাকেও পর্যন্ত আমি বসিয়েছি।আমি সাম্প্রদায়িক হলে সামাদ ফাল্লা, মহম্মদ নাজিম প্রত্যেকটা ম্যাচে খেলত,তাই না?এটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার। এইধরনের ক্ষুদ্র চিন্তাভাবনা আমি কোনদিন করিনা।"

ক্রিকেটারদের জয়শ্রী রাম বা জয় হনুমান না বলা নিয়ে তার নির্দেশ দেওয়া নিয়ে তিনি বলেন "এইরকম কোন পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আমাদের হাডেলে বলা হত "রানি মাতা সাচ্চে দরবার কি জয়"।কখন ও কাউকে আমি "জয়শ্রীরাম" বা "জয় হনুমান বলতে শুনিনি বা কাউকে বাধাও দিইনি। আমি যদি সাম্প্রদায়িক হতাম তাহলে কি জয় বিস্তাকে নিয়ে আসতাম দলে। আমি তো ওকে অধিনায়ক করার সুপারিশ ও করেছিলাম। নির্বাচকদের মনে হয়েছিল ইকবাল আবদুল্লা বেশি যোগ্য এবং প্রতিভাবান। তাই ওকেই অধিনায়ক করা হয়। বরোদাতে পৌছানোর পরে আমি দলকে বলেছিলাম আমরা উত্তরাখন্ড রাজ্যের হয়ে খেলছি তাই "গো উত্তরাখণ্ড","লেটস ডু ইট উত্তরাখণ্ড","কাম অন উত্তরাখণ্ড" স্লোগানগুলো অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হবে।"

মৌলভীর উপস্থিতি নিয়ে জাফর জানান "মৌলভী মৌলানা যিনি শুক্রবার এসেছিলেন আমি তাকে ডাকিনি। ইকবাল আবদুল্লার দেরাদুনে পরিচিতি রয়েছে এবং মৌলানা সাহেবকে ওই ডেকেছিল।আমি যদি সাম্প্রদায়িক হতাম তাহলে তো সকাল ৯টায় অনুশীলন ডেকে ১২ টায় শেষ করে ১:৩০ টার সময় নমাজ পড়তে যেতাম তাই না। আমি তো সাম্প্রদায়িক হলে আমাকে বরখাস্ত করা হত,তাই না? কিন্তু ইস্তফা তো আমি দিয়েছি।"

উদয়পুরের চন্দ্রপুর স্কুলে এনএসএসের শিবির সমাপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। গত পাঁচ ফেব্রুয়ারি থেকে উদয়পুর চন্দ্রপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে জাতীয় সেবা প্রকল্পের সাত দিনের ক্যাম্প চলছে। আজ ছিলো সমাপ্তি তথা শেষ দিন। আজকের দিনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলো উদয়পুর চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিট এর ছাত্র ছাত্রীরা।

এদিন প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রক্তদান শিবির উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিবেকনগর স্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী শুভঙ্করানন্দজী মহারাজ। এদিন এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, এন এস এস ইউনিট এর রাজ্য আধিকারিক ডঃ চিত্রজিৎ ভৌমিক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাদল চক্রবর্তী। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে এদিন স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সাত দিনের মধ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ , ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলা , দ্বিচক্র যানে হেলমেট পরিধান করা সহ। বিভিন্ন সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এন এস এস সকলকে উপস্থিত থাকার কথা বলা হয়।

হোয়াটসঅ্যাপে বেতনের তথ্য নয়, সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বেতন সংক্রান্ত তথ্য কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করবে না কেন্দ্র। বাদ দেওয়া হবে অন্য নেটমাধ্যমগুলিকেও। কেন্দ্র জানিয়েছে, ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করার ব্যাপারে হোয়াটসঅ্যাপের নতুন নীতি যে উদ্বেগ তৈরি করেছে, তাকে গুরুত্ব দিয়েই এই পদক্ষেপ।

শ্রমসচিব অপূর্ব চন্দ্র বলেন, "কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার বিষয়টি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। হোয়াটসঅ্যাপের নয়া নীতি সেই আশঙ্কা বাড়িয়েছে। সে কথা মাথায় রেখেই ওই খসড়া প্রস্তাবের যে বিষয়গুলি সংশোধন করা দরকার তা সংশোধন করা হবে। খুব শীঘ্রই খসড়া প্রস্তাবটি চূড়ান্ত হবে।"

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই দেশের চাকুরিজীবীদের বেতন সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রক। এ ব্যাপারে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে মতামত জানার জন্য তারা পাবলিক ডমেনেও পাঠিয়েছিল। শ্রম মন্ত্রক এ-ও জানিয়েছিল এক মাসের মধ্যেই এই নতুন নিয়ম বাণিজ্যিক সম্পর্ক (আইআর) বিধির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বৃহস্পতিবার এই পদক্ষেপ শুধরে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রের শ্রমসচিব।

পর্যবেক্ষকদের মতে, হোয়াটসঅ্যাপ বা যে কোনও নেট মাধ্যমে বেতন সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া নেওয়া হলে, তা সংস্থা ও কর্মচারীর গোপনীয়তা বজায় রাখার চুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে। বেহাত হতে পারে কর্মী ও সংস্থার ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত গোপন তথ্যও। এই বিষয়টিই ভাবিয়েছে কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রককে।

স্বামীর সাথে ঝগড়া করে গায়ে আগুন দিলেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারি।। নিজ গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধূর। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাতে আমতলী থানাধীন দারোগাবাড়ি এলাকায়। শরীরের প্রায় ৯০ আগুনে ঝলসে গেছে। গৃহবধূর নাম গোপা নাগ। স্বামীর সাথে সামান্য ঝামেলার কারনেই এই ঘটনা বলে স্বামী তমাল নাগ নিজেই স্বিকার করেন। দমকল কর্মীরা বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে, অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রেফার করা হয় জিবি হাসপাতালে।

উত্তরাখণ্ডে উদ্ধারকাজ শুরু করল বায়ুসেনার চিনুক হেলিকপ্টার

দেহরাদুন, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে হিমবাহ গলা জলের ফলে হওয়া বন্যায় তপোবন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নীচে একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে থাকা কর্মীদের উদ্ধারকাজে লাগানো হল ভারতীয় বায়ুসেনার চিনুক সিএইচ-৪৭এফ হেলিকপ্টারকে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১৪ কর্মী ও ১৪০০ কেজি সামগ্রী নিয়ে আসা হয়েছে এই হেলিকপ্টারে করে। সেইসঙ্গে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের তিন টন সামগ্রী ও পাঁচ কর্মীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উদ্ধার স্থলে। উদ্ধারের কাজ যাতে আরও দ্রুত করা যায় তার জন্যই এই পদক্ষেপ।

উত্তরাখণ্ডে হিমবাহ গলা জলের ফলে হওয়া বন্যায় তপোবন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নীচে একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে থাকা কর্মীদের উদ্ধারকাজ এখনও শেষ হয়নি। তার জন্য দিন-রাত কাজ চলছে। কিন্তু সুড়ঙ্গের উপরে পড়ে রয়েছে কয়েকশ টনের পাথরের স্তূপ। সেই বোল্ডার সরিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন উদ্ধারকারীরা। ভিতরে অন্তত ৩৪ জন আটকে রয়েছে বলে খবর। এই কাজে এবার কাজে লাগানো হল ভারতীয় বায়ুসেনার চিনুক সিএইচ-৪৭এফ হেলিকপ্টারকে। সেনা সূত্রে খবর, এই উদ্ধারকাজের জন্য সরঞ্জাম থেকে শুরু করে উদ্ধারকারীদের নিয়ে আসার কাজ খুব সহজেই করতে পারে এই হেলিকপ্টার। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ১৪ কর্মী ও ১৪০০ কেজি সামগ্রী নিয়ে আসা হয়েছে এই হেলিকপ্টারে করে। সেইসঙ্গে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের তিন টন সামগ্রী ও পাঁচ কর্মীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে উদ্ধার স্থলে। উদ্ধারের কাজ যাতে আরও দ্রুত করা যায় তার জন্যই এই পদক্ষেপ।

এখনও সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকদের বের করা সম্ভব হয়নি। উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় মোকাবিলা দলের এক আধিকারিক পীযূষ রাওতেলা জানিয়েছেন, "সময় পেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আটকে পড়া মানুষদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও কমছে। যদিও আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে।

সরকার রাজ্যের সব অংশের মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা দ্রত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সরকার যে সমস্ত কর্মসূচি নিয়েছে তাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য আসছে। রাজ্যের মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভর হওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। সরকার রাজ্যের সব অংশের মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

আজ বিলোনীয়া মহকুমার সাড়াসিমায় শিল্প নগরীর ফলক উন্মোচন ও মোহনগিরি স্টোন ক্রাসার ইউনিটের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর সাড়াসিমায় ১টি জিম ও যোগা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। বিএডিপি প্রকল্পে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই জিম ও যোগা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাড়াসিমা শিল্প নগরী শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের হাতে ছিল। আজ এই শিল্প নগরী ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের হাতে হস্তান্তর করা হয়। সাড়াসীমায় শিল্প নগরীর পরিকাঠামো উন্নয়নে ১০ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই শিল্প নগরীতে স্টোন ক্রাসার ইউনিট স্থাপনে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

জিম ও যোগা কেন্দ্রের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তা পরিদর্শন করেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় তিনি জানান, সুস্থ মন ও সুস্থ দেহের মানুষই কাজে সফল হন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল সরবরাহ, ক'ষি ও শিল্পের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আগামী ২ বছরের মধ্যে সড়ক নির্মাণে সাড়ে এগারো হাজার কোটি টাকার কাজ হবে। রাজ্যের মানুষও বিভিন্ন ব্যবসায় তাদের অর্থ বিনিয়োগ করছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন বিলোনীয়া দ্রত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে ছিলেন ক'ষি ও পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বিধায়ক শংকর রায়, বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, টি আই ডি সি'র চেয়ারম্যান টিংকু রায়, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব ড. পি কে গোয়েল, দপ্তরের অধিকর্তা রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।